CamScanner

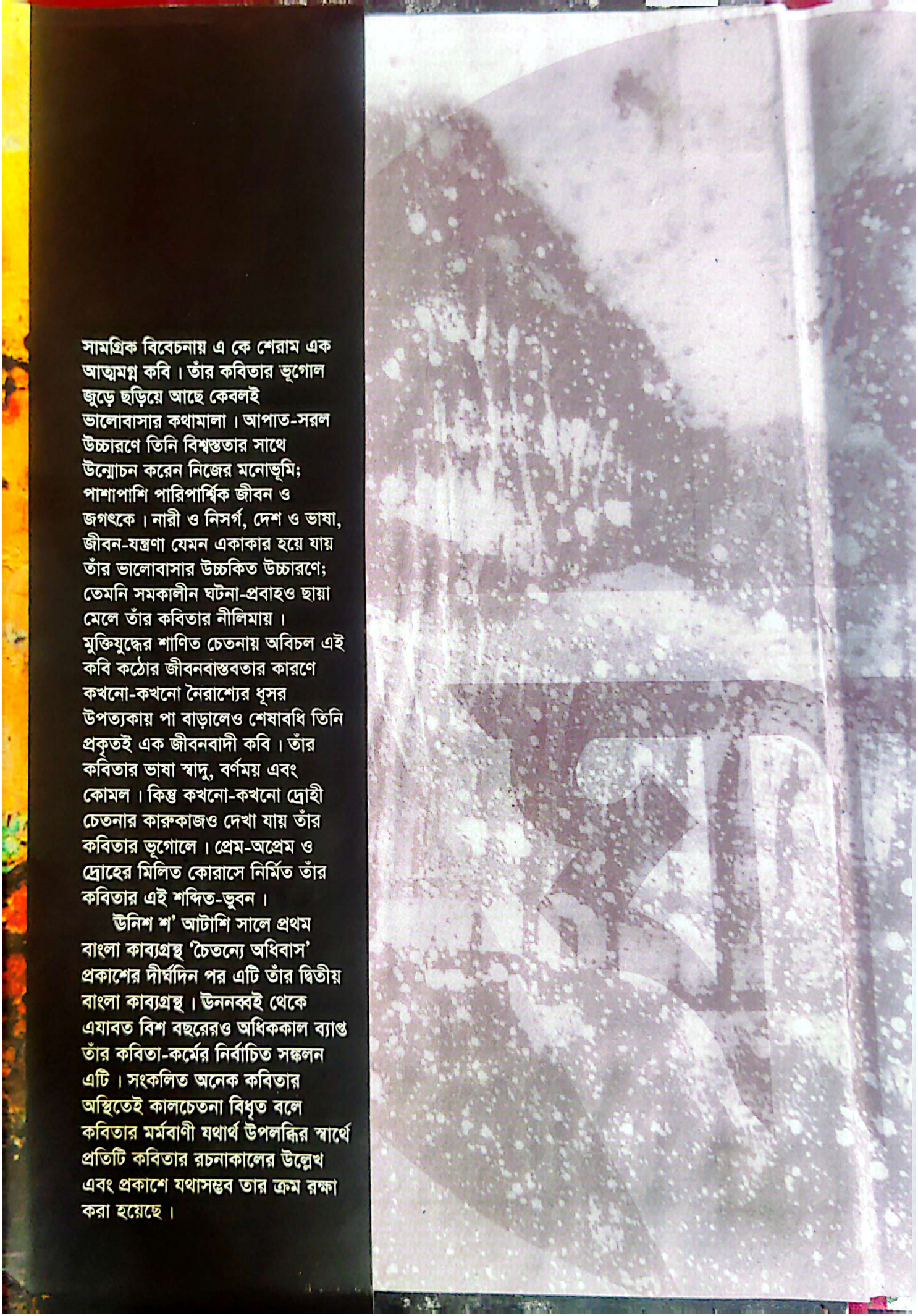

সামগ্রিক বিবেচনায় এ কে শেরাম এক আত্মমগ্ন কবি। তাঁর কবিতার ভূগোল জুড়ে ছড়িয়ে আছে কেবলই ভালোবাসার কথামালা। আপাত-সরল উচ্চারণে তিনি বিশ্বস্ততার সাথে উন্মোচন করেন নিজের মনোভূমি; পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক জীবন ও জগৎকে। নারী ও নিসর্গ, দেশ ও ভাষা, জীবন-যন্ত্রণা যেমন একাকার হয়ে যায় তাঁর ভালোবাসার উচ্চকিত উচ্চারণে; তেমনি সমকালীন ঘটনা-প্রবাহও ছায়া মেলে তাঁর কবিতার নীলিমায়। মুক্তিযুদ্ধের শাণিত চেতনায় অবিচল এই কবি কঠোর জীবনবাস্তবতার কারণে কখনো-কখনো নৈরাশ্যের ধূসর উপত্যকায় পা বাড়ালেও শেষাবধি তিনি প্রকৃতই এক জীবনবাদী কবি। তাঁর কবিতার ভাষা স্বাদু, বর্ণময় এবং কোমল। কিন্তু কখনো-কখনো দ্রোহী চেতনার কারুকাজও দেখা যায় তাঁর কবিতার ভূগোলে। প্রেম-অপ্রেম ও দ্রোহের মিলিত কোরাসে নির্মিত তাঁর কবিতার এই শব্দিত-ভুবন।

উনিশ শ' আটাশি সালে প্রথম বাংলা কাব্যগ্রন্থ 'চৈতন্যে অধিবাস' প্রকাশের দীর্ঘদিন পর এটি তাঁর দ্বিতীয় বাংলা কাব্যগ্রন্থ। উননব্বই থেকে এযাবত বিশ বছরেরও অধিককাল ব্যাপ্ত তাঁর কবিতা-কর্মের নির্বাচিত সঙ্কলন এটি। সংকলিত অনেক কবিতার অস্থিতেই কালচেতনা বিধৃত বলে কবিতার মর্মবাণী যথার্থ উপলব্ধির স্বার্থে প্রতিটি কবিতার রচনাকালের উল্লেখ এবং প্রকাশে যথাসম্ভব তার ক্রম রক্ষা করা হয়েছে।

CamScanner

এ কে শেরাম

প্রেমে-অপ্রেমে আছি, আছি দ্রোহী চেতনায়

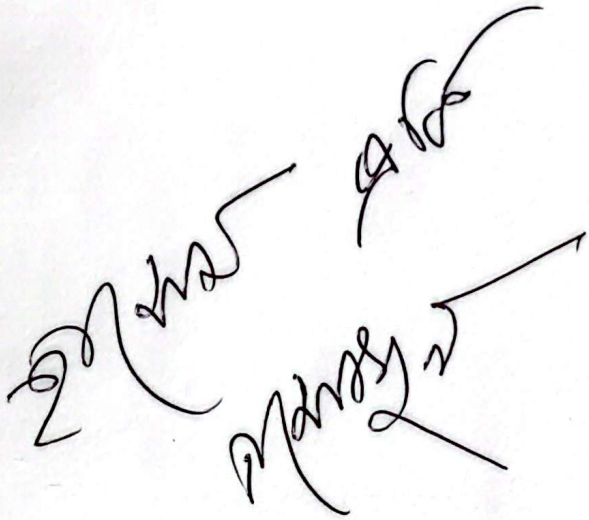

ঘাস

ঘাস প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০

স্বত্ব | লেখক

প্র কা শ ক
নাজমুল হক নাজু
ঘাস প্রকাশন
কর্নারপ্লাজা, লামাবাজার পয়েন্ট
সিলেট | ০১৭১১৩৩৬৪০৭

মুদ্রক | উদয়ন অফসেট প্রেস, লামাবাজার পয়েন্ট, সিলেট

প্রচ্ছদ | শেরাম চীংখৈ
প্রচ্ছদের চিত্রকর্ম | প্রিমা নাজিয়া আন্দালীব

৳ ১৫০

ISBN 978-984-33-1180-1

CamScanner

চীৎখৈ
প্রিয় আত্মজ-কে
যে এখনই কবিতা-ভুবনের এক পরাক্রান্ত পদাতিক

CamScanner

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

বসন্ত কুন্নিপালগী লৈরাং—১৯৮২ (মণিপুরী কাব্যগ্রন্থ)
চৈতন্যে অধিবাস—১৯৮৮ (বাংলা কাব্যগ্রন্থ)
মণিদীপ্ত মণিপুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিতর্ক-ইতিহাসের দর্পণে দেখা—১৯৯৩ (গবেষণাধর্মী বাংলা গ্রন্থ)
বাংলাদেশের মণিপুরী : ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে—১৯৯৬ (মণিপুরী বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন)
নোঙ্গৌবী—২০০১ (মণিপুরী ছোটগল্প)
মঙলানগী আতিয়াদা নুমিৎ থোকপা—২০০৭ (মণিপুরী কাব্যগ্রন্থ)

সম্পাদিত গ্রন্থ

বাংলাদেশের মণিপুরী কবিতা—১৯৯০ (বাংলা অনুবাদসহ মণিপুরী কবিতার সংকলন)
মণিপুরী শক্তাক খুদম—১৯৯৯ (মণিপুরী প্রবন্ধের সংকলন)
মৈরা—১৯৭৫ সাল থেকে (মণিপুরী ও বাংলায় দ্বি-ভাষিক সাহিত্য সংকলন)

CamScanner

সূচি

ঘুড়ি | ৯ ম্যাজিক | ১০ কবিতা 'প্রিয়' হলে | ১১ একটা কিছু ঘটবেই | ১২
পৃথিবীতে আজ নূতন সময় | ১৩ আমার প্রেম | ১৪ অগ্রজের প্রতি | ১৫
রক্তের ভিতরে কেবলি এক দ্রোহ খেলা করে | ১৬ পেছনে ফেরে না কেউ | ১৭
অন্ধ-বধিরেরাই এখন সবচেয়ে বেশী সুখী | ১৮ এবার তোমাদের পালা, প্রতিশ্রুতি পূরণের | ১৯
রাত্রি | ২১ কেউ ভুলে–কেউ ভুলে না | ২২ স্বাধীনতা লেখে তার নাম | ২৩ মানুষ | ২৪
হাত বাড়িয়েছি নীলিমায় | ২৫ আমিই আমার জনক | ২৬ কবিতার মতো কথা | ২৭
জীবন আমাকে শিখিয়েছে | ২৮ কে আছো নারী | ২৯ স্পর্শ | ৩০ ঈশ্বর সন্ধান | ৩১
প্রয়োজন নেই অদৃশ্য ঈশ্বরে | ৩২ ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকায় শতাব্দীর সূর্যোদয় | ৩৩
দাও দুঃখ হিরন্ময় | ৩৪ এক-এক করে ভেঙে পড়ে সবকিছু | ৩৫ ভালো নেই | ৩৭
বৃষ্টিবন্দনা | ৩৮ সীমাবদ্ধতা | ৩৯ নগ্নতা | ৪০ আততায়ী আয়ু | ৪১
আমার অস্তিত্বের মর্মমূলে শুধুই মানুষ | ৪২ ত্রিশঙ্কু প্রেম | ৪৩
টিকেন্দ্রজিৎ : এক অনিঃশেষ নক্ষত্রের নাম | ৪৪ ছায়া-প্রচ্ছায়া | ৪৫ ইতিহাস | ৪৬
ভালবাসা | ৪৭ প্রতিপক্ষ | ৪৮ জন্মসূত্র | ৪৯ পায়ের শব্দে জেগে ওঠা | ৫০ ভাদ্র | ৫১
গন্তব্য | ৫২ স্বপ্নসঞ্চয় | ৫৩ প্রজ্ঞানের আলোকিত অন্ধকারে | ৫৪ কথা বলি প্রিয় | ৫৫
জন্ম | ৫৬ বৃষ্টির নামে রেখেছি তোমার নাম | ৫৭ স্বপ্নবীজ | ৫৮ গোধূলি আকাশ | ৫৯
ভালবাসাই আমার নিখিল-নিয়তি | ৬০ মানুষের স্বভাবে নগ্নতা | ৬১ ছায়া ছাড়া কেউ নেই | ৬২
নিজস্ব দর্পণে | ৬৩ সূর্য, তোমাকে অভিবাদন | ৬৪ নিলাম | ৬৫
দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে | ৬৬ দূরত্ব | ৬৭ গন্তব্য | ৬৮ এ কেমন ধ্বস্ত জীবন | ৬৯
কবিতা | ৭০ ভ্রম | ৭১ কানসাট | ৭২ ভুল | ৭৩ ভাষা | ৭৪ যাত্রা | ৭৫
ছায়ার মানুষ | ৭৬ একটি রাত | ৭৭ সত্য | ৭৮ একাকীত্ব | ৭৯ স্বপ্নবালিকা | ৮০ তুমি | ৮১
তোমাকে ছাড়া | ৮২ হেমন্ত সময় | ৮৩ বৈশাখ | ৮৪ সব আলো নেভেনি এখনো | ৮৫
বেঁচে থাকা | ৮৬ প্রত্যাশিত জন্ম | ৮৭ তোমাকে | ৮৮ অজানা অন্ধকার | ৮৯
বৃক্ষ কাহিনী | ৯০ আমার এখন বৃষ্টিসময় | ৯১ মায়াবী কণ্ঠ | ৯২ অপেক্ষা | ৯৩
ফেরিওয়ালা | ৯৪ এ-এক অদ্ভুত সময় এখন | ৯৫ কবিতার ইশকুল | ৯৬

CamScanner

ঘুড়ি

ঘুড়ি উড়ছে, উড়ছে ঘুড়ি
বিচিত্র সব স্বপ্নের রঙ ছড়িয়ে দিয়ে আকাশের ঠিকানায়;
যেন ঘুড়ি নয়,
হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ছে আমারই স্মৃতিময় শৈশব।
সেখানে রোদের আলোয় ঝিকিমিকি লেগে
উজ্জ্বল হেসে উঠছে দুরন্ত কৈশোর
টগবগে তারুণ্য।
স্মৃতির বাতাসে দুলতে দুলতে
উড়ছে ঘুড়ি
উড়ছে আমার সোনালী অতীত।
আর আমি
আয়ুর নাটাই হাতে দাঁড়িয়ে আছি বর্তমানের পাথুরে-জমিনে,
আর ছুটে ছুটে যাচ্ছি অনাগত ভবিষ্যতের দিকে।

উড়ছে ঘুড়ি
উড়ছি আমি
হাওয়ায় হাওয়ায়
নিঃসীম নীলিমায়,
মুক্ত বিহঙ্গের মতো
দিক থেকে দিগন্তে–সীমাহীন ঠিকানায়।

তবু বাঁধা পড়ে আছি মমতাময়ী মাটিরই সাথে
অলৌকিক সুতোর এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

CamScanner

ম্যাজিক

শহরে এসেছে এক নূতন ম্যাজিশিয়ান,
সে আমাদের ম্যাজিক দেখাবে।

তার হাতের নিটোল মুদ্রায়
সাদা রুমাল হয়ে যায় অনায়াসে শান্তির শ্বেত কপোত,
খালি টিন মুহূর্তে ভরে যায় মুড়ি আর মুড়কিতে;
তার যাদুময় মোহন অঙ্গুলি স্পর্শে
শার্টের আস্তিন থেকে বেরিয়ে পড়ে বেড়ালছানা-খরগোশ;
আবার নিমেষেই তা হারিয়ে যায়
মায়াবিনী সার্সীর আশ্চর্য ভোজবাজির মতো।
তার যাদুর কাঠির সামান্য স্পর্শেই
সম্পূর্ণ ভোল পাল্টে যায় যে কোনো জিনিসের;
ইস্কাপনের টেক্কা হয়ে যায় রুহিতনের বিবি
চিরতনের গোলাম মুহূর্তে হরতনের সাহেব।

কিন্তু আমিতো এ-ম্যাজিক দেখতে চাই না।
আশ্চর্য কালের অলৌকিক ম্যাজিশিয়ানের
অদ্ভুত সব যাদুময় কলাকৌশল দেখে দেখে ক্লান্ত আমি,
আমিতো তার হাতের নিটোল মুদ্রায় প্রতিনিয়তই দেখি
কীভাবে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়
রাজাকার হয়ে যায় দেশপ্রেমিক
আর মুক্তিযোদ্ধারা দেশদ্রোহী!
আমি বিস্ময়-বিমুগ্ধতায় দেখি
কালের যাদুময় করতলে
কী করে অবলীলায় মস্তক বন্ধক দেয় আমাদের মানুষগুলো
বাহ্যিক প্রাপ্তির সামান্যতম প্রত্যাশার কাছে।

আমি এমন একটি ম্যাজিক চাই
যে-ম্যাজিক মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানাবে
মানুষকে ফিরিয়ে দেবে তার হারিয়ে যাওয়া বোধশক্তি,
আমাকে এমন একটি ম্যাজিক দেখাও
যা অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্ত কিছুকেই আমূল বদলে দেবে
যা মানুষের ভেতর জাগিয়ে দেবে আসল মানুষকে।

১ আগস্ট ১৯৮৯

CamScanner

কবিতা 'প্রিয়' হলে

জীবন যখন ক্রমশঃ জীবন থেকে সরে সরে যাচ্ছে
প্রাণ থেকে কেবলই বিদায় নিচ্ছে প্রাণময়তা,
আমাদের চারিদিকে যখন
ক্ষয়িত মগজ আর গলিত মূল্যবোধের পূতিগন্ধ,
দেহের প্রতিটি কোষে কোষে
ক্রমশঃ ধূসর হয়ে যাওয়া রক্তকণিকার মরণ আর্তনাদঃ
আমি তখন কবিতা লিখছি।

'গ্রীণহাউস এফেক্ট' আর 'ওজোন' সমস্যা নিয়ে সারা বিশ্ব আজ
তৃতীয় বিশ্বের কোন অসহায়া রমণীর মতো ম্রিয়মান,
রাসায়নিক বর্জ্যে ক্রমশঃ
বসবাস-অযোগ্য হয়ে উঠছে মহাজলধির বুক,
সভ্যতার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে
প্রতি মুহূর্তে বেদনায় পাংশুনীল হচ্ছে নিঃসীম আকাশ;
আমি তাই কবিতা লিখি।

কারণ, কবিতাই পারে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে
কেবল কবিতাই পারে জাগিয়ে তুলতে মানুষের ভেতর 'মানুষ'কে।
কবিতা 'প্রিয়' হলে
এ-বিশাল বিশ্ব অনায়াসে হয়ে যায় তার করতলগত,
কবিতা 'প্রিয়' হলে
আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে তারে অনিবার্য মৃত্যুও।
আমি তাই কবিতাকে করেছি একান্ত প্রেমিকা আমার।

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

CamScanner

একটা কিছু ঘটবেই

একদিন যে-চেতনার জমিন
শরৎ আকাশের মতো সুনীল ছিলো,
যেখানে প্রতিবিম্বিত হতো
জীবনের সমস্ত শুভবোধের;
আজ সেখানে ঈশানের পুঞ্জমেঘ।

একদিন যে-হৃদয়
কাকচক্ষু সরোবরের মতো নিস্তরঙ্গ ছিলো,
যেখানে ভেসে বেড়াতো
শান্তি আর ঐশ্বর্যের শুভ্র রাজহংস;
আজ সেখানে মহাসমুদ্রের ঊর্মিমুখরতা।

একদিন যে-জীবন
ভোরের পবিত্র আলোকে উজ্জ্বল ছিলো,
যেখানে স্থির ছিলো
সত্য আর সুন্দরের সুমহান অস্তিত্ব;
আজ সেখানে তমিস্র রজনীর ঘনান্ধকার।

অতএব, একদিন ঝড় উঠবেই
সব ভেঙে তছনছ করা দূরন্ত ঝড়।
একদিন মহাপ্লাবন আসবেই
সমস্ত কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে;
তারপর, সেখানে দেখা দেবে প্রত্যাশিত ভোর।

১২ এপ্রিল ১৯৯০

CamScanner

পৃথিবীতে আজ নূতন সময়

পৃথিবীতে এখন পাল্টেছে সময় ।
মেধার শাণিত কিরণ নয়,
প্রয়োজন আজ শুধু অবিনাশী হৃদয়;
যে-হৃদয় কেবল ভালবাসা দেবে
কোমল রৌদ্রের মতো
অবিম্লান ছড়াবে প্রেমের পরশ ।

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সমস্ত সমর-সম্ভার
দ্বিধাহীন আজ ছুঁড়ে ফেলে দাও পুষ্পিত কাননে;
ফেলে দাও একটি গোলাপ ঝাড়ের পেলব ট্যাঙ্কের নীচে
দুমরে-মুচড়ে নষ্ট করে দাও সমস্ত মারণাস্ত্র ।
প্রচলিত অস্ত্রে আর যুদ্ধ নয়
আর নয় অকারণ 'প্রাণ' হত্যা
ভালবাসা দিয়ে যুদ্ধ করো–প্রেম হোক কাম্য
আজকের টার্গেট হোক করায়ত্ত করা জীবন্ত হৃদয় ।

আর তাই–একটি সম্পন্ন হৃদয়ের খোঁজে
প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়িত করি আমার প্রেমিক সময়,
আমি এক নূতন প্রেমিক-প্রবর;
প্রেম–সুচির সাথী আমার
ভালবাসা–প্রিয়তম সখা ।
পৃথিবীতে এসেছে আজ নূতন সময় ।

৭ মে ১৯৯০

CamScanner

আমার প্রেম

একদিন এক গোধূলির মুমূর্ষু আলোয় আমি আমার একান্ত অনুভূতির কথা উচ্চারণ করলাম; গভীর লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠলো পশ্চিম দিগন্ত। একদিন আমি উপুড় করা গামলার মতো আকাশের মসৃণ গায়ে আমার গোপন ভাললাগার কথা লিখলাম; দ্বিধায় আর সঙ্কোচে নীল হয়ে গেলো কিশোরী-আকাশ। একবার আমি অন্তর্গত গভীর প্রত্যয়ে উচ্চারণ করলাম একমাত্র কুমারী শব্দ–'ভালবাসি'; ভয়ার্ত পাখির মতো কেঁপে কেঁপে উঠলো সান্দ্র বনানী।

অবশেষে, আমি রাত্রির মুদ্রায় স্থাপন করলাম আমার সযত্ন-লালিত গভীর প্রেমকে; আঁধার তার কালো লোমশ বাহুতে জড়িয়ে নিলো উষ্ণ আবেগে। গভীর ভালোলাগার একান্ত আবেগে চুম্বনে চুম্বনে আরক্তিম করে তুললাম সমগ্র অবয়ব। তারপর সেখানে দেখা দিলো বালার্কের লাজনম্র রক্তিম রশ্মি।

বিজয়ীর হাসি নিয়ে শুরু হলো আমার নূতন যাত্রা।

২৩ জুলাই ১৯৯০

CamScanner

অগ্রজের প্রতি

কবি দিলওয়ারের ৫৪তম জন্মদিনে

আমার হৃদয়ে কেবলি চেতনার রক্তক্ষরণ।
কতো দীর্ঘ রাত্রি তার বিবর্ণ খোলস ছেড়েছে সাপের মতো
কতো দীপ্ত দিন শামুকের মতো অন্ধকারে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের শরীর।
কিন্তু তবু মনের অরণ্য জুড়ে কেবলি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়
উত্তরহীন দীপ্র প্রশ্নাবলী,
তবু বিমুখ বিষন্নতা বারবার আছড়ে পড়ে প্রাণের প্রান্তরে।

যে-বিশ্বকে তুমি স্বদেশ করেছ, অগ্রজ,
তোমার মানবিক চেতনায় আর প্রাণের গভীর মমতায়;
আজ সেখানে মাৎস্যন্যায়
মানুষেরই অমানবিকতায় প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে তা ক্ষতবিক্ষত হয়
অন্তর্গত যন্ত্রণায় আহত তোমার রক্তাক্ত হৃদপিণ্ডের মতোই।
যে-কবিতাকে বলেছ তুমি কালোত্তীর্ণ পঠিত মানুষ
কুটিল কালের ঊর্ণনাভের কূট তন্তুজালে বন্দী
কুম্ভকর্ণ-জনতার শ্রবণেন্দ্রিয় ভেদ করে আজ তা পৌঁছুতে পারে না
মানুষের মানবিক চেতনার জমিনে।
জানি, সূর্য অস্ত যায় না কখনো।
তবু, এক মানবিক অন্ধকার গাঢ় এসে ঢেকে দেয়
পৃথিবীর ছায়াপাতে রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতো আমাদের চেতনার শরীর।

তথাপি, এই দ্বৈরথ সময়েও, হে অগ্রজ,
জীবন এগিয়েই চলে প্রমিত প্রমিথিউসের সন্ধানে
তিমিরবিনাশী সূর্য-প্রত্যাশী হয়ে।
আর সে জীবন-মিছিলে
কামিকাজি-চেতনায় প্রাণিত আমরাও আছি
দ্বৈমাতৃক এই বাংলার তোমারই শত অনুজ।

২৪ ডিসেম্বর ১৯৯০

CamScanner

রক্তের ভিতরে কেবলি এক দ্রোহ খেলা করে

আমাদের ঐশী চেতনা সাক্ষী–
মানুষ অমৃতের সন্তান।
মানুষের জন্ম
সম্পূর্ণ মুক্ত এক মানবিক চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে,
কালোত্তীর্ণ ঐতিহ্যের প্রাণিত প্রবাহ
অন্তঃসলিলা স্রোতোধারা হয়ে বহমান মানুষের অন্তরে।

কিন্তু সেই মানুষেরই কাঁধে বারবার আসন গেড়েছে
সিন্দাবাদের সেই বুড়ো দৈত্যের মতো দুর্বিনীত দুঃশাসন,
সেই মানুষই ভয়াল ছিন্নমস্তার মতো
বারবার পান করেছে আপন রক্তস্রোত,
সেই মানুষই বারবার হয়েছে
বিভীষণরূপে আপন রক্তের ভীষণ হন্তারক।

তবু, আমাদের অনাদি ঐতিহ্য বলে–
রক্তস্রোত যেমন উর্দ্ধমুখী
ঋজুদেহী মানুষও তেমনি অসীম সূর্যপ্রত্যাশী।
আর তাই,
হৃদয়ের গভীরে অনুভব করি উদগীরণোন্মুখ এক আগ্নেয় উত্তাপ
অন্তর্গত রক্তের ভিতরে কেবলি এক দ্রোহ খেলা করে সারাক্ষণ।

৫ জানুয়ারী ১৯৯১

CamScanner

পেছনে ফেরে না কেউ

সময় এখন সময়ের বৃত্তের বাইরে
দিন এখন বাদুড়ের কালো পাখার নীচে নিঃশব্দে শায়িত।
আমাদের জন্য এখন আর কোন সুসমাচার নেই,
আমাদের সামনে নেই দৃষ্টিনন্দন কোন দৃশ্যরাজি।
অতিক্রান্ত রাত্রির চেয়েও ঢের বেশি অন্ধকার যেন আসন্ন দিনগুলো
প্রতীক্ষার চেয়েও যেন অধিক প্রলম্বিত আমাদের বিষন্ন সময়গুলো।
আমাদের সাহসী উচ্চারণেরা আজ বাণবিদ্ধ
আমাদের বৈশাখ ঢাকা করাল মেঘের আস্তরণে
আমাদের চারিদিকে কেবলি ভ্রান্তি আর সংশয়ের কুজ্ঝটিকা
আমাদের বিশ্বাসেরা নিহত আপন হন্তারকের হাতেই।
নির্বোধ একলব্য আর আত্মঘাতী কর্ণের মতো আমরা
নির্দ্বিধায় দান করেছি আপন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কিংবা কুন্তল-কবচ,
আর বারবার পা দিয়েছি এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারের খাদে;
যেন এই অন্ধকার নিম্নমধ্যবিত্তের সযত্নলালিত দুঃখবিলাস।

তারপরও আমি
অযাচিত অন্ধকারের এই বিশাল সমুদ্র পেরিয়ে
আবার জেগে ওঠি আমার আপন বোধিতে,
যেহেতু আমি জানি–
জীবনের নৌকা তরস্বান ছুটে চলে কেটে খর ঢেউ
আর চলিষ্ণু প্রাণের দৃষ্টি সম্মুখ পানেই
–পেছনে ফেরে না কেউ।

৯ এপ্রিল ১৯৯১

CamScanner

অন্ধ-বধিরেরাই এখন সবচেয়ে বেশী সুখী

অন্ধ-বধিরেরাই এখন সবচেয়ে বেশী সুখী।

অন্ধ যারা, তারা আজ বড়ো সুখে আছে।
কারণ, যে অন্ধ, তাকে দেখতে হয় না
হিংসার কুটিল দৃষ্টি
লোভাতুরের লেলিহান জিহ্বা।
তার দৃষ্টির সামনে এসে উৎকট নৃত্য করে না
কোন বিসদৃশ দৃশ্য
মানবেতর মানুষের যাপিত জীবন।
তাকে দেখতে হয় না,
শুধু মানুষের অমানবিক মৃত্যুই নয়,
বিদ্যার্থীরই হাতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলোর অকালপ্রয়াণ।
কিংবা, তার দৃষ্টির কপাট অকস্মাৎ রুদ্ধ হয়ে যায় না
প্রতিহিংসার এসিড-বৃষ্টিতে।
আর যারা বধির, তারা আজ বড়ো নিরাপদে আছে।
কারণ, যে বধির, তাকে সহ্য করতে হয় না
শব্দের অশ্লীল অত্যাচার,
কালো গহ্বর থেকে উৎসারিত
ততোধিক কালো কুৎসিত শব্দের প্রহার।
শব্দের সন্ত্রাস ছুঁয়ে যায় না তার শ্রবণেন্দ্রিয়,
তাকে আহত-বিক্ষত করে না
মানুষেরই অনাদরে-অবহেলায়
কোন প্রিয় শব্দের–মধুরতম কোন উচ্চারণের অপঘাত মৃত্যু।

আসলে, অন্ধ-বধিরেরাই এখন সবচেয়ে বেশী সুখী।

৪ আগস্ট ১৯৯১

CamScanner

এবার তোমাদের পালা, প্রতিশ্রুতি পূরণের

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিবেদিত

প্রিয় দেশবাসী,
একদিন তোমরা আমাকে
প্রগাঢ় ভালবাসায় আপ্লুত করেছিলে,
আমাকে বন্দী করে রেখেছিলে
তোমাদের ভালবাসার কারাহীন কারাগারে।
আর তাই, আমার একটিমাত্র অঙ্গুলিহেলনে
সেদিন সারা বাংলার সমস্ত প্রান্তর জুড়ে
উদ্দাম জনসমুদ্রে জেগেছিলো উত্তাল ঢেউ।

আমিও তোমাদেরকে গভীরভাবে ভালবাসতাম, প্রিয় দেশবাসী,
তোমাদের প্রতি ভালবাসাই ছিলো আমার শক্তি;
যে অমোঘ শক্তির বরাভয় পেয়ে
শোষকের বিশাল থাবাকে আমি
'জয় বাংলা' নামের
একটিমাত্র বীজমন্ত্র দিয়ে সেদিন
বাংলার মাটি থেকে চিরতরে নির্বাসন দিয়েছিলাম,
মৃত্যুর পরোয়ানাকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে দিয়ে
বাংলার বিশাল উপত্যকা জুড়ে
হিমালয়ের দৃঢ়তায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলাম,
ভোরের বৃন্ত থেকে রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে এনে
বাংলার সবুজ পটভূমিতে বসিয়ে দিয়েছিলাম।
কিন্তু, আমি এও জানতাম–
আমার দুর্বলতা
তোমাদের প্রতি আমার বড়ো বেশী ভালবাসা।
তাই সেদিন
শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাইকে আপন করে নিয়েছিলাম,
বঙ্গোপসাগরের বিশাল ঔদার্যে
ক্ষমা করে দিয়েছিলাম সমস্ত অপরাধ।
তোমাদেরকে বড়ো বেশী ভালবাসি বলেই
ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারিত হচ্ছে জেনেও
বিশ্বাস স্থাপন করিনি,
ঘাতকের উদ্যত অস্ত্রের মুখেও
সমস্ত কিছুই দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিয়েছি।

CamScanner

কারণ, আমি বিশ্বাস করি
ভালবাসা কখনো পরাজিত হয় না।
আর তাই, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের হিংস্র ছোবলে
ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া আমার দেহের সাথে
সেদিন নিহত হয়নি ভালবাসা
শুধু নিহত হয়েছিলো আমার বিশ্বাস।

প্রিয় দেশবাসী,
আমিতো আমার কথা রেখেছি
রক্ত দিয়ে আমিতো শোধ করেছি রক্তঋণ।
আমার অক্ষত ভালবাসার দাবী নিয়ে
আমি আজ শুধু এটুকু বলবো–
তোমরাওতো অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে;
এবার তোমাদের পালা, প্রতিশ্রুতি পূরণের।

২৭ আগস্ট ১৯৯১

CamScanner

রাত্রি

কুমারী এ-পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য ঢেকে দেয় রাত্রির অন্ধকার।

ফুল তার অঙ্গের লাবণ্য হারায়
নারী তার অন্তর্গত সত্তা–এই রাত্রির অন্ধকারেই।

আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায় সমস্ত শুভবোধ
মনন থেকে মানবিক চেতনা–এই রাত্রির অন্ধকারেই।

এ-রাত্রি বদলে দেয় অনেক কিছুই
এ-রাত্রি কালিমা ঢেলে দেয় আমাদের যাপিত জীবনে।

এ-রাত্রি বারেবারে কেড়ে নেয় আমাদের চোখের আলো।
তবু এ-রাত্রি জানি জন্ম দেবে অমিত সম্ভাবনার প্রত্যয়ী ভোর।

রাত্রির শিয়রে তাই জ্বালিয়ে রেখেছি অনন্ত নক্ষত্রের দীপাবলী।

১৯ অক্টোবর ১৯৯১

CamScanner

কেউ ভুলে–কেউ ভুলে না

কেউ কেউ ভুলে যায় সমস্ত কিছুই
ভুলে যায় অবলীলায় নিকট ও দূর অতীত,
সিসিফাসের মতো বন্দী হয়ে যায় আপন চাতুরীতে
অথবা স্বার্থের ঠুলি চোখে হয়ে যায় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র।
তারা গায়ে জড়ায় বিবিধ তন্ত্রের বর্ম
মুখে আওড়ায় তত্ত্বের কূটকচাল,
আর স্মৃতির চামড়া খুলে ডুগডুগি বানিয়ে
ক্লান্তিহীন কেবলি বাজায় ঐক্যের দামামা।
কিন্তু যে ভুলে ভুলুক
আমি ভুলি নাই–
ভুলবো না কোনদিন
আমার পিতৃহন্তার সেই ক্রুড় হাসি,
ভুলবো না–
ধর্ষিতা বোনের পাথুরে চোখে দুর্মর ঘৃণার সেই বিচ্ছুরণ,
পুত্র শোকাতুরা বিধবা মায়ের সেই বিস্ফোরক স্তব্ধতা।

হা ঈশ্বর!
এইসব আত্মবিস্মৃতদের
একবার জাতিস্মর বানিয়ে দাও তুমি,
একবার তাদের স্মৃতিতে জেগে উঠুক এসব বিস্মৃত অতীত
একবার শুধু কালের কালো নেকাব সরিয়ে
তাদের সামনে এসে দাঁড়াক আলো-আঁধারির সেই নয়মাস।

শুধু একবার তারা আপন আরশিতে দেখুক আপনার মুখ।

৮ ডিসেম্বর ১৯৯১

CamScanner

স্বাধীনতা লেখে তার নাম

যৌবন, সম্ভ্রম আর জীবনের দামে
এই অমূল্য অর্জন যার প্রিয় নামে,
জীবনের করোটিতে দেখি অবিরাম
স্বাধীনতা রক্তাক্ষরে লেখে তার নাম।

সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে লাবনীর
পুত্রশোকে ভাসে বুক লক্ষ জননীর,
যার মূল্যে প্রিয় এই পতাকা পেলাম
স্বাধীনতা স্বর্ণাক্ষরে লেখে তার নাম।

আজ স্বদেশ যখন নব্য রাহুগ্রাসে
তখন যে দীপ্র যুবা তুচ্ছ করি ত্রাসে
উন্নিদ্র কাটায় রাত্রি নাক্ষত্রিক ধৈর্যে,
স্বীয় ধ্রুব বিশ্বাসের অতলান্ত স্থৈর্যে

স্বাধীনতা শত্রুদের রুখে অবিশ্রাম,
স্বাধীনতা লেখে তার উন্মথিত নাম।

১৩ মার্চ ১৯৯২

CamScanner

মানুষ

মানুষ যখন উঁচু হয়
আকাশ তখন নীচে নেমে আসে।
তুমি উর্ধমুখী হলে, হে মানুষ,
আকাশের চাঁদ ও তারা গড়াগড়ি খাবে মাটি ও ঘাসে।

আর কতো নতজানু হবে তুমি
আর কতো বামন হবে?
তুমি উঁচু হও–দীর্ঘ হও, হে মানুষ;
আকাশকে তখন তুমি দু'হাতে ছোঁবে।

২ ডিসেম্বর ১৯৯২

হাত বাড়িয়েছি নীলিমায়

কতোটুকু জল হলে ক্ষুধিত সাগর ভরে
আকাশকে ঢাকা যায় কতো বিশাল চাদরে?

আমার ভালবাসা-সমুদ্র উপুড় করে দিয়েওকি
ভরা যাবে না তোমার তৃষ্ণার্ত হৃদয়?
তোমার দুঃখের আঁধার-প্রান্তর কি
আলোকিত হবে না যদি জ্বেলে দিই তমোহর প্রণয়?
এতোই ভালবাসা-বুভুক্ষু তুমি
অগস্ত্যের মতো এক চুমুকেই শূন্য করে দাও হৃদয় আমার!
এতোই বিশাল তোমার দুঃখের পটভূমি
দ্রৌপদীর শাড়ীর মতো অনন্ত ভালবাসার চাদরে
ঢাকা যায় না যে তা সম্পূর্ণ করে!

নিরূপায়
আমি তাই
বাড়িয়েছি হাত নিঃসীম নীলিমায়।

৩ মার্চ ১৯৯৩

CamScanner

আমিই আমার জনক

মুহূর্ত যেখানে অনন্তে ব্যাপ্ত হয়
অসীম ব্যাপ্তি লীন হয় নির্ভার নিমেষে,
সেখানেই জন্ম আমার
–অনস্তিত্বে অবস্থান।
এই আমিই আমার জনক,
ঈশ্বর আমারই মানসপুত্র।
বলির দর্পহারী 'বামন'-এর মতো আমি তাই
মহাকালের বুকে দর্পিত পা রেখে
মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি নিঃসীম নীলিমায়।

১৭ মার্চ ১৯৯৩

CamScanner

কবিতার মতো কথা

এবং অতঃপর সঙ্গীত নিষিদ্ধ হবে।
কোকিল নির্বাসিত হবে
দোয়েল-চৈতা-বুলবুলির কণ্ঠে দুলবে
নিষিদ্ধ পেটেন্টের তকমা;
খঞ্জনার নৃত্য বন্ধ হবে
বন্ধ হবে পাখিদের অবাধ ওড়াওড়ি।

প্রিয়জন,
যেখানে আমার নিজের ঘরেই পিতা নিষিদ্ধ
রুগ্না মাতা লাঞ্ছিতা
এবং আমার সাহসী ভাই নির্বাসিত,
যেখানে সত্য সূর্য আক্রান্ত বিস্মৃতির রাহুগ্রাসে;
সেখানে
জানি, সত্যোচ্চারণও একদিন নিষিদ্ধ হবে
নিষিদ্ধ হবে ঈশ্বরের পবিত্র স্তোত্রের মতো এই কবিতা।

কিন্তু,
তারপরও সূর্য উঠবে
আবীর ছড়াবে গোধূলীর আকাশ।

এবং অকস্মাৎ একদিন
বৈশাখের রুদ্র আকাশে দেখা দেবে ঈশানের পুঞ্জমেঘ;
অতঃপর, বিদ্যুতের ডানায় ভর করে
আকাশে-আকাশে, বনে ও নিসর্গে
রটে যাবে এক নতুন সংবাদ।

১৩ এপ্রিল ১৯৯৩

CamScanner

জীবন আমাকে শিখিয়েছে

'মিথ্যে' কাকে বলে কখনো জানিনি আগে।
জানিনি কী করে মিথ্যে বলে লোকে
করে প্রতারণা;
কিন্তু এখন শিখেছি।
জীবন আমাকে শিখিয়েছে।

'কথা দিয়ে কথা না রাখা' ছিলো আমার স্বভাব বিরুদ্ধ।
অথচ এখন হামেশাই কথা রাখি না,
নীতির বালাই নেই
প্রায়শঃই নানা কূটকৌশলে বিভ্রান্ত করি স্বজনদের।
প্রয়োজনই আমাকে এ-পথে নামিয়েছে।

সমস্ত জীবন ধরে ভালবেসে গেছি দ্বিধাহীন
মস্তিস্কের চেয়ে হৃদয়বৃত্তিকেই দিয়েছি প্রাধান্য।
অথচ এখন হৃদয় নির্বাসিত
ভালবাসা পরিত্যক্ত সাপের খোলসের মতো।
অভিজ্ঞতার তিক্ততাই আমাকে এ-কাজ করিয়েছে।

২৮ মে ১৯৯৩

CamScanner

কে আছো নারী

অক্ষম পুরুষ বলে আমাকে কটাক্ষ করো না, বন্ধু ।
তুমি জানো না,
কবিরা সব পারে,
আমিও পারি
যদি কাছে থাকে প্রেরণাদাত্রী কোন নারী ।

কবিই কেবল পারে
একটি ফুলের বিনিময়ে কাউকে জয় করে নিতে
একটি গান দিয়ে বিষন্ন হৃদয়ে জোয়ার জাগাতে
একটি কবিতা দিয়ে
জাগিয়ে দিতে কোন সুপ্ত অগ্নিগিরি ।

অথচ কবিকে বুঝে না কেউ,
পৃথিবীতে থেকেও যেন তারা কোন অজানা গ্রহের ।
অবগুণ্ঠিতা নারীর মতো অচেনা থেকে যায় কবির হৃদয়
এবং কবিতা পরিত্যক্ত থাকে
নিষিদ্ধ স্তোত্রের মতো ।

আর তাই
বিষন্ন বাতাসে লণ্ঠনের মতো দোলে কবির হৃদয়
বেহুলার মতো কবিতা ভেসে যায় গাঙুরের জলে,
এবং কবি নিজে
ক্রমশঃ ডুবে যায় উপেক্ষার অন্ধবিবরে ।

কে আছো–হৃদয়ে হৃদয় ছোঁবে
বুকে তুলে নিয়ে কবিতাকে প্রাণ দেবে?
কে আছো নারী এই কবিকে নেবে?

২৮ মে ১৯৯৩

CamScanner

স্পর্শ

আমাদের চারিদিকে কল্লোলিত কোলাহল।
কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি আমাকে স্পর্শ করো
সব কোলাহল থেমে যায় এক নীরব ইঙ্গিতে,
নিমেষে হারিয়ে যায় সকল শব্দ
এক মোহন নৈঃশব্দের গভীরে;
তুমি আর আমি দাঁড়িয়ে থাকি এক জনহীন প্রান্তরে।
আমাদের ক্রমশঃ উষ্ণ হয়ে ওঠা শরীর ছুঁয়ে
কেবলি খেলা করে যায় নিঃসঙ্গতার শীতল বাতাস।
আমরা হয়ে ওঠি আদি মানব-মানবী।

আমাদের চারিদিকে কল্লোলিত কোলাহল,
যুদ্ধে-মারী আর মড়কে বিধ্বস্ত কুমারী পৃথিবী,
লাল পিঁপড়ের সারির মতো
মিছিল করে আসে অগণিত ক্ষুধার্ত মুখ,
সবুজ শ্যামলিমা হারানো প্রকৃতি
ক্রমশঃ হয়ে ওঠে ধূসর-প্রৌঢ়।
কিন্তু তুমি যখনি আমাকে স্পর্শ করো
আশ্চর্য ভোজবাজির মতো বদলে যায় সমস্ত দৃশ্যপট,
ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়ানো এ-পৃথিবী
মুহূর্তে হয়ে যায় অপরূপ নন্দনকানন;
আর তুমি-আমি আদি মানব-মানবী।

১৮ জুলাই ১৯৯৩

CamScanner

ঈশ্বর সন্ধান

আমি আজীবন ঈশ্বর খুঁজে ফিরেছি।
ঈশ্বরকে যে আমার বড়ো বেশী প্রয়োজন;
কারণ, ঈশ্বরের মহিমা অঙ্গে মেখে
আমি উঠে যেতে চাই ঈশ্বরের কাছাকাছি।

শুনেছি, ঈশ্বরও নাকি খুঁজেন আমাকে;
ঈশ্বরত্ব বজায় রাখতে তাঁরও প্রয়োজন আমাকেই।

অস্বচ্ছ আঁধারে দেখি ঈশ্বরের ছায়াপাত।
দ্বিধার দস্তানা পরা অন্ধ দু'হাত বাড়াই,
হঠাৎ জ্বলে ওঠে তিমিরহন্তা আলো
দেখি সর্বগ্রাসী শূন্যতা কেবল–ঈশ্বর নেই।

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

CamScanner

প্রয়োজন নেই অদৃশ্য ঈশ্বরে

ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই,
মানুষকেই জেনেছি আজীবন ঈশ্বর আমার।
ঈশ্বরের নামে বারেবারে তাই
মানুষেরই সামনে সেজদা দিয়েছি,
মানুষেরই সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়
খুঁজে নিয়েছি স্বর্গ-নরক ব্যবধান।
কিন্তু যতোবারই কোন মানুষকে ঈশ্বর ভেবেছি
দেখেছি কোথায় যেন থেকেই গেছে এক সুক্ষ্ম শূন্যতা।
বিশ্বাসভঙ্গের সেই লঘু ছিদ্রপথ দিয়ে
অবিশ্বাসের সাপ গোপনে ঢুকে বারেবারে
ছোবল দিয়েছে আমার আজন্মলালিত বিশ্বাসের লখিন্দরে।

তবু, ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই,
মানুষকেই জেনেছি আজীবন ঈশ্বর আমার।
কারণ, মানুষই কেবল উঁচু হতে পারে
মানুষই শুধু পারে অতিক্রম করতে নিজস্ব নির্মাণ,
মানুষই কেবল একদিন উঁচু হতে হতে
হতে পারে আমার একান্ত ঈশ্বর।
আমি তাই শূন্যতার নিরালোকে ঈশ্বর খুঁজি না,
আমি খুঁজি আমার নিজস্ব বিশ্বাসের অন্তরঙ্গতায়।

প্রয়োজন নেই অদৃশ্য ঈশ্বরে
দৃশ্যমান ঈশ্বরই হোক আরাধ্য আমার।

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

CamScanner

ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকায় শতাব্দীর সূর্যোদয়

১০ মে ১৯৯৪, নেলসন ম্যাণ্ডেলা ৩০০ বৎসর পর
প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন

রাত্রির আঁধার জরায়ু ছিন্ন করে
ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকায় এখন শতাব্দীর সূর্যোদয় ।
সমস্ত উজ্জ্বলতা ম্লান করে
কৃষ্ণ আফ্রিকার আকাশে দীপ্যমান এখন
এক কৃষ্ণসূর্য–নেলসন ম্যাণ্ডেলা ।

রত্নগর্ভা আফ্রিকা একদিন ধর্ষিতা হয়েছিলো
সভ্যতার খোলস পরা শ্বেত দস্যুদের হাতে,
লুণ্ঠিত হয়েছিলো তার সম্ভ্রম, গৌরব-গরিমা ।
কিন্তু সব হারানোর বেদনায়ও স্তব্ধ থাকেনি তারা;
কালের গর্ভাশয়ে সেদিন বুনে দিয়েছিলো
এক ছোট্ট স্বপ্নের বীজ–
কৃষ্ণ আফ্রিকা হবে বর্ণবাদহীন এক উজ্জ্বল আফ্রিকা ।
সে স্বপ্নের বীজ আজ সব কিছু ছাপিয়ে এক বিশাল মহীরুহ ।
কালো সূর্যের বন্যায় ভেসে গেছে বর্ণের বৈষম্য
কৃষ্ণ-সৌন্দর্যের কাছে নতজানু আজ সুন্দরের সব উপমা ।
কিন্তু আফ্রিকার আকাশে এখনও কুটিল মেঘ;
গহীন অরণ্যে লুকিয়ে আছে ঈর্ষাকাতর রাহু
আশেপাশেই আছে সতর্ক শকুনী–কুটিল মন্ত্রক,
আর আছে ঘরশত্রু বিভীষণ–নিজের ঘরেই ।
তবু কৃষ্ণ আফ্রিকায় এখন শতাব্দীর সূর্যোদয় ।
কৃষ্ণ-যবনিকা ভেদ করে
রাত্রির জরায়ু ছিঁড়ে
সেখানে উঠেছে কৃষ্ণসূর্য–নেলসন ম্যাণ্ডেলা,
আলোর বন্যায় তাই ভেসে গেছে বর্ণের অহঙ্কার ।

ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকা এখন আলোকিত আফ্রিকা ।

১০ মে ১৯৯৪

দাও দুঃখ হিরন্ময়

আমাকে তুমি ভরিয়ে দিয়েছো ভালবাসার মৌসুমী প্রপাতে,
তার বিনিময়ে আমি তোমাকে কেবল দুঃখই দিয়েছি।

ভালবাসা জমে জমে আমার হৃদয়ে এখন
বৃষ্টির সঙ্গমে গর্ভিনী হাওড়ের মতো সুখের প্লাবন;
অথচ দুঃখের সুনীল প্রান্তর দুঃখহীনতায় বিবর্ণ।
ভালবাসা আমার অন্তরে বাধিয়েছে সুখের অসুখ,
বিষাদ ছুঁয়েছে আমাকে সঙ্গোপনে
আমি এখন নিরতিশয় ক্লান্ত ভালবাসার আটপৌরে রমণে।
আমাকে তুমি দুঃখ দাও–হিরন্ময় দুঃখ;
জীবনের ক্লিন্ন কাসকেটে ভরে
আমি রেখে দিতে চাই বরফকুচির মতো একটুকরো দুঃখ।
বেদনার উষ্ণীষ পরা অমল দুঃখের আঘাতে
একবার আমূল কাঁপিয়ে দাও আমার ভালবাসার হেম-হর্ম্য,
তার দেয়াল-পলেস্তরা-ভিত্তিমূলে ধ্বংসের চিড় ধরুক
সেখানে গজিয়ে উঠুক বিষাদের মিহি কারুকাজে
হৃদয় খুঁড়ে খাওয়া সবুজ শ্যাওলার ঘুণপোকা।

ভালবাসার সুখদ-রমণে আমি এখন ক্লান্ত-বিবশ
আমাকে তুমি একটু দুঃখ দাও–হিরন্ময় দুঃখ।

২২ আগস্ট ১৯৯৪

CamScanner

এক-এক করে ভেঙে পড়ে সবকিছু

আমাদের বাড়ীর কাছেই
সেই প্রাচীনকালের একটি সেতু ছিলো।
একদিন রাত্রির প্রৌঢ় প্রহরে
সকলের অজ্ঞাতসারেই ভেঙে পড়লো সেই সেতু।
আমাদের বাড়ীর বাম পাশেই
আমাদেরই কোন প্রপিতামহের বানানো
পরিত্যক্ত একটি প্রাচীন ইমারতও ছিলো;
শৈশবে লুকোচুরি খেলার স্থান
পুরনো সেই ইমারতের ক্ষয়িত শরীর থেকে
এখন কেবলি লাবণ্য খসে খসে পড়ে,
এখানে-ওখানে উৎকট ভেসে ওঠে
শ্যাওলা ধরা তার নীল-নীল শিরা-উপশিরা;
জরাজীর্ণ সেই ঘর এখন পোকামাকড়ের বসতবাড়ী
কুকুর-বিড়ালও সেখানে যায় না সহজে।
একদিন সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে
সশব্দে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো সেই জীর্ণ ইমারত।
আমাদের গ্রামের পাশে বহমান
রাত্রির মতো রহস্যময়ী যে নদী,
ভরা পেটেই হয়তোবা সে ক্ষুধার্ত হয় বেশী
তাইতো বর্ষার ভরা প্লাবনেই
ক্ষুধার বিশাল ব্যাদিত মুখে
গ্রাস করে দু'পারের বিরাট ভূখণ্ড।
ভাঙনের এই ভয়াল শব্দে
চমকে চমকে জেগে ওঠে
রাত্রির বুকে বিশ্রামরত নির্বিরোধ গ্রাম।
কেন জানিনা
এক-এক করে ভেঙে পড়ছে সবকিছু।
ভেঙে পড়ে প্রকৃতি, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি
টুকরো টুকরো হয়ে যায় পৃথিবী, আকাশ, জল ও বায়ু;
বৃদ্ধ-যুবা, নারী-পুরুষ, সাদা ও কালো
কেউ বাদ যায় না ভাঙনের এই সর্বভুক ক্ষুধার আগ্রাসন থেকে।
এক-এক করে ভেঙে পড়ে সবকিছু
মানুষের হৃদয়ের সেতু

CamScanner

বিশ্বাসের ঘর
জীবনের নদী–

কিন্তু তারপরও
গোপনে-গোপনে একাকী পালিয়ে
হয়তোবা এখনও নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে ভালবাসা,
হয়তোবা ভাঙনের এই করাল গ্রাসে
এখনও পড়েনি ভালবাসার ঘর ।
এক-এক করে ভেঙে পড়ার এই সর্বগ্রাসী সময়ে
এটুকুইতো আমার প্রাণদ প্রত্যাশা;
আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাইও শুধু এটুকুই
আমার বেঁচে থাকার ভিত্তিভূমি হিসেবে ।

১২ মার্চ ১৯৯৫

CamScanner

ভালো নেই

ভালো নেই,
আসলেই ভালো নেই আমি।
তবুও মিথ্যে করেই বলি–ভালো আছি,
বলি–সুখে আছি, সুখময়।
কিন্তু, কতোদিন আর এই আত্মপ্রবঞ্চনা?
আর কতোদিন আমি এই শুকনো মুখের উপর
মিষ্টি হাসির রঙিন পোস্টার ঝুলিয়ে দিয়ে
ঠকিয়ে যাবো স্বজন-বান্ধব?
মিথ্যে জেনেও তবু বারবার বলি–ভালো আছি,
বলি–সুখে আছি, বড়ো সুখে আছি।
কে জানে, হয়তোবা একদিন
এভাবে মিথ্যে করে বলতে বলতে
সত্যি-সত্যিই ভালো থাকা হয়ে যাবে আমার।

১৮ এপ্রিল ১৯৯৫

CamScanner

বৃষ্টিবন্দনা

দেখতে দেখতেই হঠাৎ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামলো।

আকাশ থেকে অবিরল ঝরে পড়ছে
লাল-নীল-হলুদ-ধূসর
এমনি নানা রঙের স্মৃতির পাপড়ি।
আমার হৃদয় তখন
এক চিলতে সুতোও গায়ে না মেখে
সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে
অবগাহন করছে স্মৃতির সে প্রপাতে।
আর আমি মুগ্ধচোখে কেবলি অবলোকন করছি
স্মৃতি ও হৃদয়ের পরস্পর লগ্ন হয়ে সে মগ্ন খেলা;
যেন দুর্বাদলশ্যাম-রমণীর বৃষ্টির ধারাজলে পুণ্যস্নান।

বৃষ্টি এলেই রাত নামে।
মদালসা রাত্রির শরীরে প্রাণ পায়
কর্মক্লান্ত দিবসের বিস্রস্ত বাসনা।
বৃষ্টির জন্য সতত উন্মুখ তাই আমার তৃষ্ণার্ত শরীর;
কারণ, বৃষ্টিস্নাত রমণীর মতোই রজনীও আমার প্রিয়।

২ জুলাই ১৯৯৫

CamScanner

সীমাবদ্ধতা

হাত বাড়ালেই আকাশ ছুঁতে পারি
তোমাকে পারি না।
হাত বাড়ালেই সমুদ্র পেয়ে যাই
ভালবাসা পাই না।
হাত বাড়ালেই ধরা দেয় এ-বিশ্ব
তবু, অধরাই থেকে যায় একটি হৃদয়।

২৪ অক্টোবর ১৯৯৫

CamScanner

নগ্নতা

নগ্নতারও এক নিজস্ব সৌন্দর্য আছে;
অন্ধকারের যেমন অন্তর্লীন রূপ
স্তব্ধতার যেমন এক গোপন সঙ্গীত।

রাত্রির নগ্ন নাভিমূলে শুয়ে
দেখেছি আমি অন্ধকারের গোপন সৌন্দর্য,
অসংখ্য ঊর্মিমালার উন্মুক্ত বক্ষে বসে
শুনেছি আমি সুনীল সাগরের সুরেলা সঙ্গীত;
আদিম অরণ্যের ঘন-পিনদ্ধ বৃক্ষের ছায়াতে বসে
একান্তে শুনেছি আমি
নিষিদ্ধ সংলাপ।
প্রভাত সূর্যের মিষ্টি চুম্বনে আরক্তিম
কিশোরী স্তনের মতো
প্রকৃতির কামিজ ঠেলে জেগে ওঠা টিলার সৌন্দর্যে
শিহরিত হয়েছি আমি,
কেঁপে কেঁপে উঠেছি চরম পুলকে
গহীন অরণ্যের ভেজামাটি থেকে আসা
আদিম সৌগন্ধে।

আমি তাই মুগ্ধ বিস্ময়ে কেবলি দেখি
প্রকৃতির নগ্ন-নির্জন রূপ
দেখি রমণীর আভূমি নগ্ন শরীর।

৩০ জানুয়ারী ১৯৯৬

CamScanner

আততায়ী আয়ু

কোথায় পালাবো আমি এই চিরপরিচিত অচেনা শহরে
যেখানে লেগেছে আয়ুর বিকার-হন্তারক হয়েছে কাল?

এখানে এখন আততায়ী আয়ু আনে আরক্ত আয়ুধ
সশস্ত্র শহর কুরে কুরে খায় স্বপ্নের নীলিমা।
আয়ুর আকাশ থেকে তাই স্বপ্নেরা সব ঝরে যায়
স্বপ্নেরা সব মরে যায়।
হায় কবন্ধ সময়!
হায় হন্তারক আয়ু!!

মানুষ মরে যায়-আয়ু তবু দীর্ঘতর হয়
স্বপ্ন ঝরে যায়-আরো জ্বলে ওঠে শহরের চোখ।

এই কবন্ধ সময়ে
এই নীরন্ধ্র অন্ধকার ঘেঁটে ঘেঁটে তবু
আমি একা জেগে থাকি এই স্বপ্নভুক শহরে;
এই বিরান বালুচরে
এক শব্দহীন-প্রাণহীন সুরে
আমি একা গেয়ে যাই শুধু তিমির-হননের গান।

১ মার্চ ১৯৯৬

CamScanner

আমার অস্তিত্বের মর্মমূলে শুধুই মানুষ

এই এক জীবনে আমি অ-নে-ক দেখেছি।
স্রষ্টা না হই, মহৎ দ্রষ্টা-তো হতে পারি!
সীমার মাঝে যেমন আমি অসীম দেখেছি
প্রান্তরেখায় দাঁড়িয়ে অনন্তকে,
তেমনি দেখেছি আমি নশ্বর মানুষের অবিনশ্বরতাও।

এই এক জীবনে আমি অ-নে-ক দেখেছি।
ঈশ্বরের নামে মানুষের অপমান দেখেছি
মানুষেরই কারণে মানুষের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া দেখেছি;
দেখেছি মানুষের ক্রমাগত পতনের লজ্জাকর কাহিনী।
আবার, জীবনের নানা ক্রান্তিকালে
জীবনেরই প্রয়োজনে মানুষের অনন্য উত্থানও দেখেছি আমি।

এই এক জীবনে কম-তো দেখিনি।
আমি দেখেছি–
আকাশকে ছুঁয়েছে মানুষ,
অসীমকে বেঁধেছে সীমার বাঁধনে
নশ্বর জীবনকে তুলে এনেছে অবিনশ্বরতায়–
মানুষই, তার কর্মে ও কৃতিতে।

আমিতো জানি
ঈশ্বরে আর মানুষে মৌলিক কোন ব্যবধান নেই।
কারণ, যেদিন এ-পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হলো
বস্তুতঃ সেদিনই জন্ম হলো ঈশ্বরেরও।
মানুষই প্রথম ঈশ্বরের কথা বলেছে,
মানুষের আগে কেউ আর
ঈশ্বরের অস্তিত্ব এমন ঘোষণা করেনি ।

আমার জীবনে তাই চরম সত্য মানুষ,
আমার অস্তিত্বের মর্মমূল জুড়ে শুধুই মানুষ
আমার পৃথিবী জুড়ে সর্বত্রই মানুষ–কেবলই মানুষ।

১০ এপ্রিল ১৯৯৬

CamScanner

ত্রিশঙ্কু প্রেম

কবিতা প্রেয়সী হলে
প্রিয় সে-নারী ঈর্ষায় জ্বলে;
তবু, ওই নারীকেই চিরকাল চেয়েছি আমি
কবিতাকে চাই বলে।
কবিতার সাথে চিরায়ত সহবাসে
গোপনে শুকায় অনাঘ্রাত ফুল;
সে ফুল যখন তুলে দিই আমি নারীরই হাতে
কাঁটার আঘাতে সে হয় ব্যথিত-ব্যাকুল।

কবিতা
নারী ও ফুল
–এই ত্রিভুজ প্রেমে ত্রিশঙ্কু আমি,
তবু দুঃসাহসে সাজাই প্রিয়-প্রেমেরই উপকূল।

৩০ জুন ১৯৯৬

CamScanner

টিকেন্দ্রজিৎ : এক অনিঃশেষ নক্ষত্রের নাম

কালের নিয়মেই কাল ছুটে চলে অনন্ত মহাকালের দিকে।
অন্তহীন সে পদযাত্রায়
কখনো কোথাও হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় কালের শকট,
অনন্ত মহাশূন্যে কখনোবা কোন চিত্র বা চরিত্র
ঘটনা বা ঘটক
স্থায়ী আসন পেয়ে যায় জ্যোতিষ্মান এক জ্যোতিষ্ক হয়ে।
হতে পারে সে ঘটনা
কোন প্রতিরোধের যুদ্ধ বা মুক্তির লড়াই
অথবা মানুষের 'মানুষ' হয়ে ওঠার অসাধারণ কোন সংগ্রাম;
আবার ইতিহাসের সে কুশীলব হতে পারেন
তীতুমির, হাজী শরীয়তউল্লাহ, নূরুলদীন,
ক্ষুদিরাম, সুভাষ কিংবা সূর্যসেন;
হতে পারেন তিনি বিপ্লবী চে' গুয়েভারা, ফিদেল ক্যাস্ত্রো
কিংবা মার্টিন লুথার কিং
অথবা তিনি হতে পারেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব,
মনিরাম দেওয়ান, ভগৎ সিং, রানী গাইদেলু
কিংবা মণিপুরীদের জাতীয় বীর টিকেন্দ্রজিৎ।
আসলে মানুষ যখন উঁচু হতে হতে আকাশ ছুঁয়ে যায়
তখন তাঁর ললাটে মহাকাল এঁকে দেয় এক অক্ষয় তিলক।
আর তাই আমি দেখি টিকেন্দ্রজিতের মতো মহামানবেরা
অতীতকে অনায়াসে নিয়ে আসেন বর্তমানে
এবং নির্বিবাদে হেঁটে চলে যান অনাগত ভবিষ্যতের দিকে।
আমি চেয়ে থাকি–কেবলি চেয়ে থাকি অপলক
অতীত থেকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে
অন্তহীন এগিয়ে চলা এক অনিঃশেষ নক্ষত্রের দিকে
–যার নাম টিকেন্দ্রজিৎ।

১৩ আগস্ট ১৯৯৬

CamScanner

ছায়া-প্রচ্ছায়া

আমার পশ্চাতে অসীম অন্ধকার
সম্মুখে অনন্ত শূন্যতা
এইখানে শুধু কম্পমান দীপশিখা হাতে
নিষ্কম্প এগিয়ে চলেছি আমি সম্মুখ পানে
যতোই এগিয়ে যাই
পশ্চাতে কেবল দীর্ঘ হতে থাকে অন্ধকারের ছায়া
সম্মুখে তবু সীমাহীন শূন্যতা শেষে
কাঙ্ক্ষিত দিগন্ত থাকে দৃশ্যেরই অতীত

১৩ মার্চ ১৯৯৭

CamScanner

ইতিহাস

একটি স্বপ্ন
হৃদয় থেকে হৃদয়ে কল্লোলিত হতে হতে
কখনো কখনো সর্বপ্লাবী জোয়ার জাগায়।
একটি ঘটনা
বিস্তৃত হতে হতে
একসময় সার্বত্রিক কাহিনী হয়ে যায়।
একটি মানুষ
উঁচু হতে হতে
কখনোবা মহাকর্ষ ছিঁড়ে মহাশূন্যে দু'হাত বাড়ায়।
আবার কখনো কোন দিন
প্রচল প্রকৃতি ভেঙে
নাক্ষত্রিক স্থৈর্যে কালের দিগন্তে দীপ্র দীপ্তি ছড়ায়।

এইসব দিন, জীবন, ঘটনা ও স্বপ্নের প্রতিভাস
রচনা করে মানুষেরই অবিনাশী ইতিহাস।

৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

CamScanner

ভালবাসা

ভালবেসে আগুনকে স্পর্শ করো
পুষ্পের সৌরভ ছড়াবে সে আগুন।
কোন গতায়ু জীবনকেও ভালবাসা দিয়ে দেখো
শীতের রিক্ততা দীর্ণ করে সেখানে হেসে উঠবে ফাগুন।

ভালবাসা, প্রাণের ছোঁয়ায় সকলকে হাসায়,
কিন্তু ভালবাসা নিজে নিজেকেই কাঁদায়।

৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

CamScanner

প্রতিপক্ষ

আমি যখন
হাত বাড়াই ফুলের দিকে–নারীর দিকে,
আমারই এক আমি তখন
'দুম' করে দরোজা বন্ধ করে দেয় ভিতর বাড়ীতে।
আমি যখন
রাজহংসী নিয়ে সাঁতার কাটি কোন নিস্তরঙ্গ পুকুরে,
অন্য এক আমি তখন
আকস্মিক ঝড়ে ভীষণ তোলপাড় করে দেয় পুকুরের জল।
আমি যখন
মনের আনন্দে পাখা মেলে দিই নিঃসীম নীলিমায়,
আমারই এক অন্য আমি
ঈশানের পুঞ্জমেঘ হয়ে তখন গ্রাস করে আকাশের বুক।

আমি কেবল আহত বিস্ময়ে দেখি
অন্য আর কেউ নয়–
আমার প্রতিপক্ষ–সে কেবল এই আমি।

১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

CamScanner

জন্মসূত্র

ভালবাসা একদিন স্পর্শ করেছিলো পাহাড়ের চূড়া
বরফ গলে গলে ভাসিয়ে দিলো পাথর-প্রান্তর,
সেই থেকে জন্ম হলো নদীর।

ভালবাসা একদিন ছুঁয়েছিলো বিষাদের তীক্ষ্ণ কাঁটা
রক্তাক্ত হৃদয়ে তবু হেসে উঠেছিলো সে অপরূপ,
সেই থেকে হলো গোলাপ।

ভালবাসা একদিন আতীব্র চুম্বনে নীল করেছিলো আকাশের বুক
এক মধুর হাসিতে ঝংকৃত হলো উদাস অরণ্য,
সেই থেকে সৃষ্টি হলো সুর।

অবশেষে একদিন
ভালবাসা নিজেই পুনর্জন্ম নিলো পৃথিবীতে,
আর এভাবেই জন্ম হলো নারীর।

১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

CamScanner

পায়ের শব্দে জেগে ওঠা

আমিতো চিরকালের এক নিমগ্ন পুরুষ,
গভীর সুপ্তির মায়াবী ক্যাসিনোতে
আত্মমগ্ন হয়ে কাটিয়ে দিয়েছি নিযুত প্রহর।

কেউ আমাকে জাগায়নি সুপ্তির গহ্বর থেকে
কেউ শুনায়নি আমাকে ভালবাসার বৈতালিকী।

তবু শেষাবধি
আমি জেগে উঠেছি আমারই পায়ের শব্দে।

২ মে ১৯৯৮

CamScanner

ভাদ্র

অবশেষে অশান্ত শ্রাবণের বর্ষণমন্দ্র ক্লিন্ন দিন হলো শেষ
কোলাহলমুখর প্রকৃতিতে ভাদ্র এনেছে ভদ্রতার পরিবেশ।
ভাদ্রের শাসনে ক্রমশঃ বিতনু হবে প্রকৃতির বিকচ যৌবন
অতঃপর সহসাই থেমে যাবে বিরহী যক্ষের অনন্ত ক্রন্দন।
শুধু স্মৃতিরেখ হয়ে জেগে থাকবে পীতাভ গণ্ডদেশে তার
ক্রমাগত শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুর বিশীর্ণ নদী এক শূন্যতার।
তারপর একে একে ঝরে যাবে বিধবা শিউলি সফেদ বসন
হৃদয় বিবশ করা বকুলের গন্ধ ছড়াবে মাতাল সমীরণ।
নদীর সীমানা ঘেঁষে কাশের গুচ্ছ নম্র ওড়াবে শান্তির পতাকা
বালিকা মেঘেরা আকাশে ছড়াবে বেলীফুল যেন চিত্রপটে আঁকা।

এখন ভাদ্র। নিঃসীম নিসর্গে তাই খেলা করে অনুপম শিষ্টতা।
তারুণ্যের উদ্দাম আবেগ নেই–নেই বিদায়ী যৌবনের ক্লিষ্টতা।
কেবলি পূর্ণতার এক প্রশান্ত আনন্দে ভরে আছে মগ্ন প্রকৃতি
ভাদ্র রচনা করেছে পূর্ণতা ও শূন্যতার এক মধুর সম্প্রীতি।

১৫ আগস্ট ১৯৯৮

CamScanner

গন্তব্য

আমার চোখের সামনেই তুমি
কিশোরী থেকে তন্বী
এবং ক্রমশঃ রমণী হয়ে উঠলে;
আর আমি
মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
একসময় হারিয়ে গেলাম
তোমারই অতল সমুদ্রের অনন্ত গভীরতায়।
তারপর
আকাশ ও মাটি
নদী ও সমুদ্র যখন মিশে গেলো এক মোহনায়,
আমি তখন আবার নূতন করে জেগে উঠলাম
বিস্মরণের অতলগর্ভ অন্ধকার হতে,
আমার সে-আমি তখন
তোমার মোহন আকাশে প্রত্যক্ষ করলো
অলৌকিক বিশ্বের এক অনিন্দ্য সূর্যোদয়।
এবং অতঃপর
সুপারনোভা যেমন অন্তিমে কৃষ্ণবিবরে হারায়
আমিও তেমনি প্রতিরোধহীন হারিয়ে গেলাম
তোমারই অন্তহীন রহস্যের ত্রিমাত্রিক মহাবিবরে।

৩০ আগস্ট ১৯৯৮

CamScanner

স্বপ্নসঞ্চয়

প্রতিদিন
দিবস-রজনী
অযুত-নিযুত স্বপ্ন এসে ভিড় করে মস্তিষ্কের নিউরোনে।
লাল-নীল-হলুদ-ধূসর অসংখ্য স্বপ্ন
প্রজাপতির মতো নানা বর্ণবিভা নিয়ে
খেলা করে হৃদয়ের অনিন্দ্য বাগানে।
মোতির ডানার মতো দ্যুতিময় সে স্বপ্নগুলো
সযত্নে কুড়িয়ে এনে
থরে-বিথরে সাজিয়ে রাখি স্মৃতির কাসকেটে।
এবং একসময় অনুকূল আলো ও বাতাসে
বোধির পলল ভূমিতে বুনে দেবো সেই স্বপ্নের বীজ।

অতঃপর, স্বপ্নের কুমারী জরায়ু থেকে
একদিন নিশ্চিতই জন্ম নেবে
ফলবান বৃক্ষের অসংখ্য স্বপ্নাদ্য কাহিনী।

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮

CamScanner

প্রজ্ঞানের আলোকিত অন্ধকারে

আকাশে যখন সূর্য ওঠে
হারিয়ে যাওয়া তারাদের জন্য হা-পিত্যেশ করবো,
ততোটা নির্বোধ আমি নই।
হৃদয়ে যখন জ্যোৎস্নার প্রপাত নামে
আঁধার ঘেঁটে ঘেঁটে দৃষ্টির সীমানাকে অবরুদ্ধ করবো
তেমন হৃদয়হীন আমি কখনো হইনি।
প্রকৃতির প্রসন্ন পাঠশালা থেকে
পঁয়তাল্লিশ বসন্তের রঙধনু রঙ মেখে
যথেষ্ট বিদ্যা ও বোধ আমি করেছি অর্জন।
অনেক দেখেছি আমি–শিখেছিও অনেক
এই পরিমিত জীবনের সারাৎসারে
প্রজ্ঞানের অজস্র দ্যুতিময় ডানা এনে
সাজিয়েছি আমি আমার অনুভবের কণ্ঠহারে।
কিন্তু তবু, আমি আজো জানিনা
কেন সুখের সফেন সাগরে সহসাই বেদনার বারিপাত ঘটে
কেন ভালবাসার শুদ্ধ সরোবরে রিরংসার কাঁটাগুল্ম ফোটে
কেন মানুষের সম্পন্ন হৃদয়ে জাগে পাশবিকতার দন্ত-নখর
কেন আজো মানুষেরই অবহেলায় বারেবারে পরাজিত হয়
মানবিকতার শুদ্ধস্বর?

আমি তাই আজ
শুধু দৃশ্যমান এ-জীবন নয়
প্রজ্ঞানের এই আলোকিত অন্ধকারে
অন্তর্গত বোধের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির প্রক্ষেপণে
কেবলই খুঁজে ফিরি সেই অদৃশ্য অনন্তকে।

১২ জানুয়ারী ১৯৯৯

CamScanner

কথা বলি প্রিয়

এসো প্রিয়,
এসো কথা বলি সমুদ্রঝিনুকের ভাষায়;
আকাশ ও পৃথিবী
যে মহান মৌনতায় চিরকাল কথা বলে
এসো, আমরাও কথা বলি সেই নিঃশব্দ ভাষায় ।
কথা বলি বহুদূর উড়ে আসা ক্লান্ত পাখীদের মোহন ডানায়
জোনাকীর আর ঝিঁঝিঁ পোকাদের গৈরিক নিঃসঙ্গতায় ।
শস্যভরা মাঠ যে-ভাষায় কথা বলে কৃষকের সাথে
বর্ষার ভরা নদী কথা বলে ক্রীড়ারত মাছেদের সাথে
ডগমগে লাউয়ের ডগা
যে-ভাষায় কথা বলে বিবাগী বাতাসের সাথে
কালবোশেখীর ঝড়
যে-রকম বিপুল বিক্রমে কথা বলে বিপন্ন বৃক্ষের সাথে,
এসো, আজ আমরাও কথা বলি সেই অপ্রাকৃত ভাষায় ।
শুধু বাণীর কারুকাজে নয়
চোখে চোখ রেখে–গুহাচিত্রের মতো শরীরী ইশারায়
এসো, কথা বলি প্রিয়, হৃদয়ের মোহনায় ।
কোন সাগরসঙ্গমে নয়
গহীন অরণ্য কিংবা সুরম্য কোন পার্কেও নয়,
নির্জন কোন গৃহকোণে নয়
পূর্ণিমার লিরিক জ্যোৎস্নায় কিংবা প্রদোষের ছায়াশরীরেও নয়,
এসো, দু'জনে কথা বলি আজ অলৌকিক ইথারে ভেসে ভেসে
আমাদের স্বরচিত এক অপার্থিব অমরায় ।
এসো, কথা বলি প্রিয়,
কথা বলি আমাদের নিজস্ব ভাষায় ।

২২ জানুয়ারী ১৯৯৯

CamScanner

জন্ম

পৃথিবীর বাইরে নিয়ত জন্ম নেয় আরেক পৃথিবী
আকাশের ভিতরে অন্য আকাশ
মুহূর্ত নিমেষে ব্যাপ্ত হয় অনন্ত মহাকাশে
কাল তবু স্থির থাকে আপন করতলে
ক্লান্তিহীন কেবল ছুটে চলে মহাজীবন
যদিও ঘর্ষণে ঘর্ষণে ক্ষীণ হয় তনুদেহ তার
বিনাশের প্রান্ত ছুঁয়ে তবু জন্ম নেয় আরেক জীবন।

৩১ মার্চ ১৯৯৯

CamScanner

বৃষ্টির নামে রেখেছি তোমার নাম

কোন কারণ ছাড়াই
হঠাৎ কখনো কালো মেঘে ছেয়ে যায় তোমার আয়ত-আনন
তারপর শুরু হয় ঘন বরিষণ;
যেন আষাঢ়ের আকাশ থেকে সহসাই
ঝরে পড়ে বিপন্ন অশ্রুর ধারা অবিরাম।
আমি বৃষ্টির নামে রেখেছি তোমার নাম।

কখনো আবার
অকস্মাৎ থমকে দাঁড়াও তুমি;
সারা মুখে ঝুলিয়ে দাও রৌদ্র-হাসির পোস্টার।
আমি অবাক তাকিয়ে রই
কূলপ্লাবী নদীর দিকে যেমন তাকিয়ে থাকে বিস্মিত বেলাভূমি।
তখনও তোমার চোখের পাপড়িতে দেখি ওই
লেগে থাকা অবশিষ্ট অশ্রুর কারুকাজ;
যেন হঠাৎ থেমে যাওয়া বৃষ্টির পর
আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকে রৌদ্র-জলের কোলাজ।
তুমি যেন শ্রাবণ-প্রকৃতি
এই হাসি-এই অশ্রু, মিলেমিশে রচনা করে দৃশ্য নয়নাভিরাম।
আমি বৃষ্টির নামে রেখেছি তোমার নাম।

তোমার আকাশ জুড়ে রৌদ্র-বৃষ্টির নিরন্তর খেলা
তোমার হৃদয়-সরোবরে বিবাগী বসন্ত রাত্রিদিন ভাসায় ভেলা।
তোমাকে ঘিরে
আকাশ ও পৃথিবী এক প্রান্তরেখায় মিশে যায় ফিরে ফিরে
এক অলৌকিক স্মৃতিসত্তা তুমি–অস্তিত্বের অন্য নাম।
আমি বৃষ্টির নামে রেখেছি তোমার নাম।

CamScanner

স্বপ্নবীজ

একটি স্বপ্নবীজ চৈতন্যে প্রোথিত করে
বসে আছি আমি হৃদ-সরোবর তীরে
হাতের তালুতে ধরে আছি আকাশ ও মাটি
দু'চোখে রেখেছি গেঁথে চন্দ্র-সূর্য
বোধের গভীরে আলো ও বাতাস।

একটি স্বপ্নবীজ হৃদয়ে প্রোথিত করে
বসে আছি আমি সময়-সাগর তীরে
হাতের মুদ্রায় এঁকেছি নারী ও নিসর্গ
চোখের আলোয় বেঁধেছি এ-বিশ্বকে
চেতনায় জীবনের সব রঙ ও রূপ।

একটি স্বপ্নবীজ আমি প্রোথিত করেছি আমার সমগ্র সত্তায়
একটি স্বপ্নবীজ আমি লালন করি আমার উদ্ধত চেতনায়।

৬ ফেব্রুয়ারী ২০০০

CamScanner

গোধূলি আকাশ

জন্ম-ইতিহাস কি জানে নদী ও সমুদ্র?
জানে কি তা বৃক্ষ, পশু ও পাখি?
হয়তো জানে না
জানে না তারা জন্ম ও মৃত্যুর প্রাকৃত কাহিনী।
তবু নিরন্তর জন্ম নেয় তারা জন্মেরই নিজস্ব নিয়মে;
আর বেঁচে থাকে মৃত্তিকালগ্ন হয়ে।

আমিতো জেনেছি আমার জন্মের ইতিহাস।
জেনেছি
রহস্যের চাদরে আবৃত সেই বিমূর্ত শিল্পকর্মের প্রতি পরতে
আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা,
ঈর্ষা ও প্রেম, ঘৃণা ও ভালবাসা
এক অপরূপ আলকেমি হয়ে
খেলা করে আলো-আঁধারির অনুপম কারুকাজে।

জানি, আমি আর জন্ম নেবো না পরিচিত এই পৃথিবীতে;
আমি কোন পুনর্ভব নই।

আমি দেখেছি আমার পুনর্জন্মহীন এই জীবনের ভূমিকালিপি,
দেখেছি প্রত্যুষের অস্ফুট আলোতে।
কিন্তু জানি না আমি প্রাচীনা সে প্রদোষ-কাহিনী
দেখিনি তার ছায়াচ্ছন্ন গোধূলি-আকাশ।
জানি না, কেমন হবে সেই আকাশের রঙ;
সে-কি জীবনের রঙে রঙিন হবে?
হবে কি তা ভালবাসার আবীরে মাখা
না-কি বেদনার রঙে নীল?
না-কি কেবলই নির্লিপ্ত-নির্মোহ এক শ্বেত-শুভ্র হরফে
রচিত হবে সেই মুহূর্তের অজ্ঞেয় ইতিহাস?

১১ আগস্ট ২০০০

CamScanner

ভালবাসাই আমার নিখিল-নিয়তি

প্রথম যৌবনে
এক অন্ধ তীরন্দাজের তীক্ষ্ণ তীরে বিদ্ধ হয়েছিলাম আমি;
ভালবাসার নীল-অনল মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো
অস্থির রক্তপ্রবাহে, শিরায়-শিরায় ।
সেই থেকে সিসিফাসের মতো বন্দী হয়ে আছি আমি
এক নিয়তি-নির্ধারিত ভালবাসার শৃঙ্খলে ।

ভালবাসা এখন আমার অদৃশ্য অদৃষ্টলিপি ।

আমি ভালবাসার জন্যে অনেক রক্ত ঝরিয়েছি হৃদয়ের কুরুক্ষেত্রে,
অসংখ্য মোহিনী রাতকে নির্ঘুম ফিরিয়ে দিয়েছি ভালবাসারই কারণে;
ভালবাসার জন্যেই করুণ কাতর এই-আমি
ক্লান্তিহীন ছুটে বেড়িয়েছি অযুত-নিযুত আলোকবর্ষের সীমানা পেরিয়ে ।
ভালবাসারই জন্যে আমি নির্দ্বিধায় ছিঁড়েছি অজস্র ব্যাকুল বন্ধন;
তবু কখনো ছিন্ন করতে পারিনি ভালবাসার এই গ্রন্থিবিহীন গ্রন্থি ।

এখন, ভালবাসাই আমার নিখিল-নিয়তি ।

৭ নভেম্বর ২০০০

CamScanner

মানুষের স্বভাবে নগ্নতা

মানুষের স্বভাবে অন্তর্লীন হয়ে আছে এক নৈসর্গিক নগ্নতা;
জন্মের মতোই মৃত্যুতেও মানুষ তাই নগ্নতাকেই আলিঙ্গন করে।

মানুষ বড়ো বেশী নগ্নতাপ্রিয়;
শুধু রমণীর অনাবৃত সৌন্দর্যই নয়,
নগ্নিকা আকাশ
কিংবা
প্রকৃতির নগ্ন-নির্জন রূপ দেখেও আপ্লুত হয় মানুষ।
শুধু তাই নয়,
যখনই একাকী হয়
মানুষ মুখোমুখি হয় নিজের,
আপন আরশিতে মেলে ধরে সে নিজেরই আভূমি-নগ্ন-শরীর।

২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১

CamScanner

ছায়া ছাড়া কেউ নেই

ছায়া ছাড়া মানুষের নিজস্ব আর কে আছে?
বলো আর কে আছে বিশ্বস্ত এমন?
কার দিকে বাড়াবো আমি বিশ্বাসের হাত
কাকে ভালবাসা দেবো
কে হবে আমার স্বজন-বান্ধব?
যাকে আমি স্বজন জেনেছি
সে-ই তো দেখি অন্ধকারে শানায়েছে ছুরি
সে-ই তো হয়েছে হন্তারক আমার।
যাকে ভালবেসে হৃদয় দিয়েছি আমি
নির্দ্বিধায় সে-ই করেছে বিশ্বাসভঙ্গ
সে-ই তো গোপনে বিস্তার করেছে ষড়যন্ত্রের কূটজাল।
যাকে আমি বিশ্বস্ত ভেবে আস্থা স্থাপন করেছি
সে-ই দেখি নেড়ি ইদুঁরের মতো
অলক্ষ্যে কেটেছে আমার বিশ্বাসের শিরা-উপশিরা।
এখন কার হাতে রাখবো আমি নির্ভরতার এই হাত
কোন হৃদয়ে স্থাপন করবো আমার পিপাসার্ত হৃদয়
কাকে বুকে জড়িয়ে ধরবো আমি ভালবাসার তীব্র আকুতিতে?

আসলে নিজস্ব ছায়া ছাড়া এখন বিশ্বস্ত কেউ নেই আর।

২৯ নভেম্বর ২০০১

CamScanner

নিজস্ব দর্পণে

আমার প্রত্যাশার নগ্ন হাত কেবলি প্রসারিত হয়
সীমাহীন শূন্যতার দিকে
আমার সর্বভুক ক্ষুধার অনল লেলিহান জিহ্বা মেলে
যাবতীয় কলুষ-কালিমার দিকে
আমার ঊর্মিমুখর রক্তস্রোতের প্রতিটি দোলায়
কেবলি অবাঞ্ছিত আলিঙ্গনলিপ্সা
আমার চোখের তারায় তারায় সারাক্ষণ নাচে উর্বশীর উন্মাতাল নৃত্য
আমার চৈতন্যের কোষে কোষে কেবলি আদিপাপ খেলা করে
আমার স্বপ্নগুলো সব আজ সাদা-থান-পড়া বিধবা-বধূ
আমার ইচ্ছেরা সব ঝড়ে পড়া ডানা-ভাঙা-পাখি।

আমার কিছুই আর আমার নেই
আমি আজ নিজেই অন্যের অধিকারে।

তবু বেঁচে আছি।

এই সুখ–এই আনন্দ নিয়েই
আমি আজো আছি তোমাদেরই কাছাকাছি।

১৭ জানুয়ারী ২০০২

CamScanner

সূর্য, তোমাকে অভিবাদন

৪৯তম জন্মদিনে

বর্ণের বাগান থেকে উড়ে এসে একটি প্রজাপতি
কানে কানে বলল আমাকে
–তুমি সুন্দর।
একটি রজনীগন্ধা রাত্রির আঁধার চিড়ে বেরিয়ে এসে
হঠাৎ বলল হেসে
–তোমাকে ভালবাসি।
বনের হৃদয় থেকে উড়ে আসা একটি নীলকণ্ঠ পাখি
চুপি চুপি বলল আমাকে
–তুমি কবি।

সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আমার পৃথিবী।

এই আলো
প্রান্তিক জীবনের এই মেরুপ্রভা
প্রজ্জ্বলিত করেছে আজকের এই দিন
–এই অন্যরকম সূর্য।

২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২

CamScanner

নিলাম

আজ নিজেকে আমি নিলামে তুলেছি।

সময়ের বিভঙ্গিত বীচিমালায়
যখন একে একে হারিয়ে যাচ্ছে–
বিশ্বাস-ভালবাসা-শুদ্ধ মানবিকতা;
তখন, জানি মূল্যহীন এই কবির হৃদয়।
আজ বস্তুমূল্যে যখন নির্ধারিত সকল সময়
তখন দাম দিয়ে কে আর আমাকে নেবে,
মূল্যহীন এই কবিকে কে তুলে নেবে উচ্চ বিনিময়-মূল্যে?
অর্থ বা বিত্তের বিনিময়ে অথবা যশ ও প্রতিপত্তির লোভে
জানি, কেউ নেবে না এখন এ-কবিকে।

তবু, নিরুপায় আমি নিজেকে নিলামে চড়িয়েছি আজ।
একমুঠো সস্তা ভালবাসার বিনিময়ে হলেও
নাও, কেউ তুলে নাও আজ এই কবিকে,
যেন বেওয়ারিশ না থাকে এই কবির হৃদয়।

১৭ জুন ২০০২

CamScanner

দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

দুর্বিনীত দুঃসময় যখন
শীতের কুয়াশা হয়ে লেপ্টে থাকে জীবনের আটপৌরে শরীরে,
তখন হৃদয়ের ব্যারোমিটারে
আবেগ আর অনুভূতির পারদ
দ্রুত নামতে থাকে নিঃশ্চেতনার স্তরে।
আমার এখন তেমনই সময়।

আমার ঈশানে কেবলি জমে ওঠে দুঃসংবাদের পুঞ্জমেঘ,
কেউ জানে না কখন বিনাশী ঝড় ওঠে।
আমার বিশ্বাসের চৌহদ্দিতে ঘন হয়ে আসে অবিশ্বাসী অন্ধকার
কেউ জানে না
কখন গোপনে আততায়ী আনে আরক্ত আয়ুধ।

ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়েও তবু
আমি সৃজনেরই গান শুনি।
জীবনের অলিন্দে বসে
বিশ্বাসের পাখি তাই শিস দিয়ে বলে–
অন্ধকার চিরস্থায়ী কিছু নয়
আঁধারের বুক চিড়েই জেগে ওঠে ভোরের সূর্যোদয়।

১ জুলাই ২০০২

CamScanner

দূরত্ব

পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয় ।
চাইলেই তোমাকে মুহূর্তে কাছে পেতে পারি,
যদি এ-বিশ্বের অপর গোলার্ধেও থাকো তুমি ।
'নেট বিজি' না হলে
তোমার আর্দ্র কণ্ঠস্বর যে কোন সময়
নরম হাতে ছুঁতে পারে আমার চিবুক,
হাত-মুখ-হৃদপিণ্ড
কিংবা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ ।
অথচ কখনও কখনও
যখন একান্ত সান্নিধ্যে থাকো তুমি
তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাস নিশ্চিন্তে ছুঁয়ে যায় আমার ঘাড়-বুক,
তখনও কেমন এক অদৃশ্য দেয়াল
জেগে ওঠে আমাদের মাঝখানে ।
মুখোমুখি দাঁড়াই দু'জনে–পাশাপাশি বসি
হাতে হাত রাখি,
তবু সেই অদৃশ্য দেয়াল
কীভাবে যেন অবলীলায় রচনা করে দূরত্বের এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ।
আমি কোনভাবেই তাকে অতিক্রম করতে পারি না ।

১৮ জানুয়ারী ২০০৩

CamScanner

গন্তব্য

আমার ডাইনে সীমাহীন সমুদ্র
বাঁয়ে বিস্তারিত বিশাল বনভূমি।

কোনদিকে যাবো আমি?

আমার মাথার উপরে অনন্ত অম্বর
সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর।

কোথায় গন্তব্য আমার?

আমার স্বপ্নের নীলিমায় নাচে অযুত অপ্সরী-কিন্নরী
বাস্তবে মূর্ত্তিমতী যৌবন।

কাকে বেছে নেবো আমি?

কাকে?
সমুদ্র নাকি বনভূমি
অন্তরীক্ষ না দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর
অপ্সরী নাকি রক্তমাংসের মানবীকে?

অবশেষে
সব ছেড়ে-ছুঁড়ে আমি
রয়ে যাই নানা পাপভারে পৃথুলা এই পৃথিবীতে
ব্যবহৃত হতে হতে জীর্ণ-ক্লিন্ন আমার এই পুরনো-পাংশুল জীবনে।

১৫ অক্টোবর ২০০৩

CamScanner

এ কেমন ধ্বস্ত জীবন

এ-কোন গ্রস্ত সময় এখন?
এ-কেমন ধ্বস্ত জীবন আমরা করছি যাপন?

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই বিশাল ব-দ্বীপ ভূমি জুড়ে
কেবলই ভাঙনের দুন্দুভি বাজে
যা কিছু মহৎ অর্জন
সত্য ও সুকৃতি–যত সমৃদ্ধ সঞ্চয়
মিথ্যের ক্রসফায়ারে পড়ে
সব আজ ভেঙে পড়ছে অন্ধকারের উপত্যকায়
কালো টাকা আর পেশী শক্তির কাছে
পরাভূত এখন জীবনের সমূহ অর্জন।

অবৈধ ক্ষমতা ছাড়া আজ আর আরাধ্য কিছু নেই
সন্ত্রাস ছাড়া কোন সঙ্গী নেই
অশুভ-আঁধার ছাড়া কোন পরিধেয় নেই
মারণ-মাদক ছাড়া আনন্দের কোন উপকরণ নেই
নিষিদ্ধ রমণী ছাড়া আজ আর কোন গন্তব্য নেই
অবৈধ সঙ্গম ছাড়া কোন সুখ নেই
দুর্নীতি ছাড়া করণীয় কিছু নেই
বেআইনী অস্ত্র ছাড়া লোভনীয় কোন সম্পদ নেই

এ-কোন গ্রস্ত সময় এখন?
এ-কেমন ধ্বস্ত জীবন আমরা করছি যাপন?

৩১ মার্চ ২০০৫

CamScanner

কবিতা

আমি কবিতার এক মাতাল প্রেমিক।
আশৈশব আমি কবিতার শরীর-শিল্পকে নিয়ে
নিমগ্ন থেকেছি এক মুগ্ধতার পাঠে।
পারিপার্শ্বিক জীবন ও প্রকৃতির প্রতিটি লাবণ্যশোভায়
আমি কবিতার অনাবৃত শরীরী সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করেছি
আদিগন্ত সবুজ শস্যের মাঠ দেখে আমি কবিতাকে চিনেছি
যৌবনবতী রমণীকে দেখে কবিতাকে ভালবেসেছি
শব্দের সঙ্গমে আমি কবিতার জন্ম দিয়েছি।
কবিতা আমার অনেক অকথিত কাহিনীর গোপন সাক্ষী
আমার অনেক নিষিদ্ধ যাত্রার একান্ত সঙ্গী এই কবিতা।
আমি কবিতাকে নিয়ত নির্মাণ করি
ভাঙি-গড়ি, যখন খুশী তারে হাসাই-কাঁদাই;
তার চোখ-মুখ-স্তন-জঙ্ঘা-নিতম্ব
এক-এক করে ব্যবচ্ছেদ করি আমি শিল্পের ল্যাবরেটরিতে।
কবিতার সমস্ত শরীর জুড়ে আমি
উপমা-প্রতীক-চিত্রকল্পের নানা শিল্পকর্ম দেখেছি
কবিতার নগ্ন নাভিমূলে দেখেছি আমি দ্রোহী চেতনার বীজ
আর কবিতার চোখে-মুখে প্রেমিকের প্রতি গোপন আমন্ত্রণ।
আমি পতঙ্গের মতো ছুটে যাই প্রজ্জ্বলিত কবিতা-শিল্পের দিকে
কবিতাও ধরা দেয় আমার রোমশ বাহুবন্ধনে
প্রগলভা নায়িকার মতো।
আমি কবিতাকে ব্যবহার করি ইচ্ছেমতো
প্রেমে ও দ্রোহে, আহারে ও মৈথুনে–জীবনের প্রতি স্বরগ্রামে।
কবিতা আমার আটপৌরে পোশাক–প্রাত্যহিক ব্যবহৃত ন্যাপকিন।
অথচ, এইভাবে ব্যবহৃত হয়ে হয়েও
কবিতা চিরলাস্যময়ী–চিরযৌবনা–চিররহস্যময়ী;
আমার মতো অসংখ্য প্রেমিককে রহস্যের সরোবরে ডুবিয়ে দিয়ে
সে নিজে নিঃসঙ্কোচে আসন নেয় অমরাবতীর অমর পঙক্তিতে।
কবিতার মৃত্যু নেই
কবিতা বেঁচে থাকে অমিতায়ু কালের করতলে।

১০ এপ্রিল ২০০৫

CamScanner

ভ্রম

নারীকে আমার, নারী নয়,
কেবলই রমণী বলে ভ্রম হয়।
আমার শুধুই ভ্রম হতে থাকে
নারী,
সে তার সারাটা শরীরে রমণের সমস্ত বৈভবকে ছড়িয়ে দিয়ে
দু'হাত বাড়ায়ে কেবলই আমাকে ডাকে।
আর আমি,
অগ্নিভুক পতঙ্গের মতো
দ্বিধাহীন ঝাঁপিয়ে পড়ি
প্রদীপ্ত শিখার মতো উজ্জ্বল তরল সে অনলে।
একে একে পুড়ে যেতে থাকে
আমার কামনা-বাসনার রঙিন পাখনাগুলো।
অতঃপর,
ভগ্নস্তুপ থেকে পুনরায় জেগে ওঠি ফিনিক্স পাখির মতো।
চারিদিকে তাকিয়ে দেখি
নারী নয়–রমণীও নয়
কেবলই অনস্তিত্বে অস্তিত্ব যার–খেলা করে সেই অনন্ত প্রাণময়।

CamScanner

কানসাট

আমার যে কবিতাটি এখন লিখা হবে
তার নাম কানসাট।
আমার যে কবিতাটি লিখা হয়নি এখনও
তারও নাম হবে কানসাট।
আমার যতগুলো কবিতা লিখা হবে আগামীতে
সব কবিতার নাম হবে কানসাট।
অথবা এ-কবিতাগুলোর নাম হতে পারে গোলাম রব্বানী
কানসাটের সংগ্রামী আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয় সেই মুখ;
হতে পারে নিহত কিশোর আনোয়ার,
যে সংগ্রামের কিছু না বুঝেই
কেবল একরাশ কৌতুহল নিয়ে তাকিয়েছিলো
বিপ্লবী জনতার সংগ্রামী উত্থানের দিকে;
অথবা হতে পারে
বৃদ্ধ-অথর্ব বাষট্টি বছরের মানসিক প্রতিবন্ধী সেই ভোলানাথ
যাকে অমানুষিক নির্যাতনে–গুলিতে আহত করেছিলো পুলিশ,
'ভোলানাথে'র মতোই আত্মভোলা-সর্বংসহা এই মানুষগুলোর
চোখে-মুখে এখন কেবলই এক অব্যক্ত বিস্ময় আর আতঙ্ক।
অথবা এসব কবিতাগুলোর শিরোনাম হতে পারে
কানসাট বিপ্লবের নারী-শিশু-বৃদ্ধসহ বিশজন শহীদের যে-কেউ।

কিন্তু কেন কানসাটের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড?
কী ছিলো এই সহজ-সরল মানুষগুলোর অপরাধ?
তারা শুধু বিদ্যুৎ চেয়েছিলো জীবনের প্রয়োজনে।
অথচ, আলো চাইতে গিয়েই
তাদের জীবনে নেমে এলো দলাদলা মৃত্যুর অন্ধকার
নিভে গেলো অনেকেরই জীবনের আলো।

আমার কবিতার চেতনার রঙ তাই এখন কানসাট,
আমার কবিতার প্রতিটি শব্দ–প্রতিটি ধ্বনি এখন
কানসাটের আলোও বাতাস, মাটি ও মানুষ
আহতের আর্তচীৎকার–সংগ্রামের রণধ্বনি–বিজয়ের উল্লাস।
এখন কানসাট ছাড়া কোন কবিতা নেই
বিদ্রোহ-বিপ্লব-সংগ্রাম ছাড়া কোন শব্দ নেই
চীৎকার-শ্লোগান-বিজয়ের উল্লাস ছাড়া কোন ধ্বনিব্যঞ্জনা নেই।

এখন সব কবিতার নাম কানসাট।

২১ এপ্রিল ২০০৬

CamScanner

ভুল

আজীবন আমি শুধু ভুলই করেছি,
ভুলে ভুলে ভরে আছে আমার জীবনের ছোট্ট এ-লগবুক।

আমার জন্ম ভুল ঠিকানায়
ভুল সময়ে আমার বসবাস।
আমি জেনেশুনেই বারেবারে ভুল করে যাই;
ভুল কাজে হাত দিই
ভুল স্বপ্ন দেখি
ভুল রমণীর কাছে যাই,
ভুলে ভুলে পেয়ে যাই না-পাওয়ার কতো কিছু।

আমি জানি
ভুলে ভুলে ভরা এ-জীবন আমার।
তবু এই ভুলের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চাই না আমি;
হোক না আরো কিছু ভুল,
হোক ভুল মানুষের সঙ্গ
হোক ভুল বিনিময়
হোক না আরো ভুল সহবাস,
ভুলে ভুলে জমা হোক আরো কিছু গোপন মধুরিমা।

ভুল করেই জীবনে করেছি অনেক ভুল
দিয়েছিও অনেক ভুলের মাশুল।
তারপরও ইচ্ছে হয় এ-জীবনে আরো কিছু ভুল করে যাই।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬

CamScanner

ভাষা

আমি কথা বলি আমার নিজস্ব ভাষায় ।
কিন্তু সে ভাষা বোঝে না কেউ
কেউ শোনে না আমার হৃদয়ের অনন্ত ক্রন্দন
কেউ জানে না আমার বেদনার নিগূঢ় কাহিনী ।
পৃথিবীর এই জনারণ্যে থেকেও তাই আমি বড়ো একা-একাকী ।

আমি তো অনেকের ভাষা বুঝি ।
তাদের চোখ-মুখ, শরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
যে ভাষায় কথা বলে
আমি তার প্রায় সবটুকুই বুঝি;
বুঝি তারা কী চায় আমার কাছে,
কী বাণী তারা পৌঁছে দিতে চায় আমার বোধের আকাশে
আমার চেতনার অলিন্দে অলিন্দে কী বার্তা ছড়িয়ে দিতে চায়
– সব বুঝি ।

আমার ভাষা কেবল অবোধ্য থেকে যায় তাদের কাছে ।
এমনকি যে নারী
আমার নৈঃশব্দ্যের ক্ষীরোদসাগরে প্রথম ধ্বনির জন্ম দিয়েছে
যার সামান্য স্পর্শ
আমার শিরায় শিরায়–প্রতি রক্তপ্রবাহে সৃষ্টি করে
শব্দহীনতার সুতীব্র শব্দের এক সর্বগ্রাসী সুনামি-গর্জন,
সেও বোঝে না আমার ভাষা ।

তবে কি আমি এভাবেই
শেষাবধি হারিয়েই যাবো ভাষাহীনতার এক কৃষ্ণবিবরে?

২০ ডিসেম্বর ২০০৬

CamScanner

যাত্রা

এক নদী থেকে আমি আরেক নদীতে যাই
পরিচিত নদী থেকে অপরিচিত নদীতে
কাছের নদী থেকে দূরের নদীতে
তৃষ্ণার জল চেয়ে নয়, স্নান প্রত্যাশী হয়েও নয়
প্রবহমান স্রোতের একটুকু রেশ শুধু হৃদয়ে ধারণ করবো বলে।
এক নারী থেকে আমি অন্য নারীতে যাই
চেনা-জানা নারী থেকে একেবারে অচেনা নারীতে
রূপসী নারী থেকে কোন কুরূপা নারীতেও
ভালবাসি বলে নয়, কামনার আবেগেও নয়
শুধু একটু অন্যরকম অনুভূতি আমি অনুভবে পেতে চাই বলে।
আমি এক বৃক্ষ থেকে আরেক বৃক্ষে যাই
এক অরণ্য থেকে ভিন্ন অরণ্যে
সুস্বাদু কোন ফলের আশায় নয়, সুগন্ধি ফুলের লোভেও নয়
বৃক্ষ-গুল্ম-লতার চিরহরিৎ জীবনকে ভালবাসি বলে।
আমি এক পাখি থেকে অন্য পাখিতে যাই
ডানা-মেলা এক ঝাঁক বিহঙ্গ থেকে আরেকটি ঝাঁকে
স্বাদু মাংসের লোভে কিংবা খাঁচাবন্দী করে রাখবো বলে নয়
যখন যেখানে খুশী উড়ে বেড়াবার পাখিদের স্বাধীনতাটুকু চাই বলে।
এক সমুদ্র থেকে আমি আরেক সমুদ্রে যাই
তার গভীরে লুকানো মূল্যবান মণিমুক্তোর লোভে নয়
মহাজলধির মতোই জীবনের এক অনিঃশেষ লেনদেনের প্রত্যাশায়।
আমি এক আকাশ থেকে প্রতিনিয়ত অন্য আকাশে যাই
আকাশের সীমাহীন বিশালতাকে মুঠোবন্দী করবো বলে নয়
শুধু তার নিঃসীম নীলিমার প্রাণদ পরশটুকু পেতে চাই বলে।

এক নদী থেকে আরেক নদীতে যাই আমি–নারী থেকে অন্য নারীতে
এক পাখি থেকে অন্য পাখিতে–বৃক্ষ থেকে এক ভিন্ন বৃক্ষে,
প্রতিনিয়ত বদলাই আমি সমুদ্র কিংবা সুনীল আকাশ
উদ্ভ্রান্তের মতো শুধু খুঁজে ফিরি জীবনের অতীত আরেক জীবনকে।

২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৭

CamScanner

ছায়ার মানুষ

আমার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা
সময়ের ছোট্ট পাখিটি
কী করে যেনো
গোপনে পালিয়ে যায় প্রতিনিয়ত
আমার শরীরবৃত্তে শুধু সামান্য আভাসমাত্র দিয়ে ।
শীতের সময় এলে
রাত্রি যেভাবে বড়ো হতে থাকে দিনের শরীর নিয়ে
আমার ছায়াও তেমনি প্রতি মুহূর্তে দীর্ঘতর হতে থাকে
আর ক্রমশঃ ছোট হতে থাকি আমি ।
আমি তাই উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না–
এভাবে ক্রমশঃ বড় হতে থাকা এই ছায়ারই নিচে চাপা পড়ে
হয়তো একদিন নিশ্চিত মারা যাবে ছায়ার এই মানুষটি ।

২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৭

CamScanner

একটি রাত

কোন কোন রাত কখনো পোহায় না
রাতের শিয়রে স্নিগ্ধ ভোর এসে দাঁড়ায় না।
সে-রাত
কল্পনার সব রঙ-রস চেতনায় মেখে
কেবলই পাখা মেলে রাত্রির মদালসা প্রান্তরে,
হৃদয়ের সমস্ত আবেগ-অনুভূতি শরীরে ধারণ করে
ডুবে থাকে সুখদ সাগরের ফেনিল মত্ততায়।
কোন কোন রাতকে কখনো রাতই মনে হয় না,
মনে হয় যেন প্রাণের আলোয় সাজানো বসন্তবাহার
চারিদিকে কেবলই রঙের উৎসব–বর্ণের রঙধনু
কামনা-বাসনার প্রজাপতিরা যেখানে সারাক্ষণ ওড়াওড়ি করে
যেখানে ভালবাসা বিস্তার করে রাখে তার বর্ণিল বৈভব।

এমনই একটি প্রত্যাশিত রাতের জন্যে
আমি উপেক্ষায় ফিরিয়ে দিয়েছি অযুত-নিযুত নিদ্রাহীন রাত্রি।

তুলনাহীন বর্ণে, বৈভবে ও বৈচিত্র্যে
একটি রাত কখনো হয়ে ওঠে অনন্ত রাতের দীপ্র প্রতিচ্ছবি।
তখন কেবলই প্রার্থনা করি
প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ হয় যেন সে-রাত
কল্পনার মতো যেন রঙিন হয়–প্রত্যাশার মতো আনন্দময়;
কামনা করি সে-রাত যেন পেয়ে যায় অমিত-আয়ু।

আর এমনই একটি রাতের জন্যে
আমার এ-অনন্ত রাতজাগা।

৬ মে ২০০৭

CamScanner

সত্য

সব সত্য সত্য নয়,
সত্য ও অসত্য মিলে
রহস্যের অযুত-নিযুত কৃষ্ণবিবর
ছড়িয়ে আছে এ-বিশ্বময়।
তারপরও তোমাকে বিশ্বাস করেছি আমি।
যা কিছু দেখেছি আমি–জেনেছি
সব কিছুকেই স্থির সত্য বলে মেনেছি।
কিন্তু সব দেখাই যে চূড়ান্ত নয়,
সব কিছু যে আমরা দেখি না
আমাদের দৃষ্টির মধ্যেও যে ব্ল্যাকহোল আছে
দেখে দেখেও না দেখার কতো কিছু আছে
সে-সব ভুলে গিয়েছিলো আমার অন্ধ হৃদয়।
এখন যতোই গভীরে যাই, অনুসন্ধিৎসায়
দেখি কেবলই চাপ চাপ অন্ধকার
দেখি, সত্যের আড়ালে মুখ ব্যাদান করে আছে
অসত্যের সর্বগ্রাসী কৃষ্ণবিবর।

৬ মে ২০০৭

CamScanner

একাকীত্ব

আমি দেবদূত মনে করে
যার দিকেই বাড়িয়েছি প্রত্যাশার এ-হাত,
দেখি থকথকে কাদামাখা সে-এক মাটির প্রতিমামাত্র।
আমি পরম নির্ভরতায়
যেখানেই স্থাপন করেছি আমার বিশ্বাসের প্রত্ন-রত্নরাজি,
দেখি বিশাল এক কৃষ্ণগহ্বরের মতো
মুহূর্তেই তা গ্রাস করেছে আমার বিশ্বাসের যাবতীয় ঘর-গেরস্থালি।
আমি প্রশান্ত আনন্দের মগ্ন আবেশে
আকাশের নীলে আর প্রকৃতির শ্যামলিমায়
যখনই বিছিয়ে দিয়েছি আমার দৃষ্টির আঁচল
দেখি সেখানেও এক ধূসর বিষন্নতা
কী করে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে
সমুদয় নীল আর সবুজের সাজানো সংসার।
আমি যেদিকেই তাকাই–দেখি অসীম অন্ধকার
যেখানেই হাত বাড়াই–দেখি নিঃসীম শূন্যতা
দেখি আমার সমস্ত ভুবন ঢেকে আছে এক নীরক্ত আকাশ।

তবু একা এবং একাকী
এখনও পথ চলি আমি নিজস্ব প্রত্যয়ে।

CamScanner

স্বপ্নবালিকা

সময় পেলেই আমি স্মৃতির ঝাঁপিটুকু মেলে ধরি নিজস্ব দর্পণে। সেলুলয়েডের ফিতার মতো দ্রুত অপসৃয়মান ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিমেষেই চলে যাই আমি সোনালী অতীতে। অতীত তখন তার নিজস্ব নিয়মে ভালবাসার স্বর্ণরেণু ছড়াতে ছড়াতে মেলে ধরে যাবতীয় স্মৃতির সঞ্চয়। আর আমি ডুবে যাই স্বপ্নের আলো-আঁধারিতে–নিমগ্ন হই স্মৃতিবিলাসিতায়। বিস্মরণের ধূসর-কুয়াশা সরিয়ে লাল-নীল ঘুড়ির মতো স্মৃতির পাখিরা তখন উড়ে উড়ে আসে আমার স্বপ্নের আকাশে। আসে কতো প্রিয়মুখ, প্রিয় কামনা-বাসনারা স্বপ্নডানায় চড়ে। কতো মাখামাখি, কতো সুখছবি, নিষিদ্ধ আনন্দের পুষ্পরেণু এখানে-ওখানে ভেসে যেতে থাকে আমার নস্টালজিক হৃদয়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। আমিও বুভুক্ষুর মতো বারেবারেই হাত বাড়াই অতৃপ্ত বাসনার দিকে।

এভাবেই স্বপ্নবালিকারা কেবল ফিরে ফিরে আসে আমার জীবনের স্মৃতিসত্তায়।

২৪ জুলাই ২০০৭

CamScanner

তুমি

আমার সমস্ত আনন্দ-সুখ তোমাকে ঘিরেই
তোমারই জন্যে সমস্ত দুঃখ-বেদনা আমার।
আমার সকল সময় সমর্পিত তোমাতেই
তুমি-যে চিরসঙ্গী আমার জীবন সাধনার।

তোমারই প্রাণদ বাণীরূপে রচিত আমার
জীবনেরই মহাকাব্য-যে আনন্দ-বেদনার।
তোমাতেই আবর্তিত আমার ধ্যান-অনুধ্যান
তোমারই অশ্রুবিন্দুতে স্থির এ-বিশ্ব আমার।

২৬ জুলাই ২০০৭

CamScanner

তোমাকে ছাড়া

তোমাকে ছাড়াই আমি কাটিয়ে দিয়েছি অর্ধেক জীবন।

এ-জীবনে তোমাকে কখনও পাইনি তেমন করে;
যদিও পাওয়ার জন্যে আকুলতা ছিলো–ছিলো এক ব্যাকুল বাসনা,
তবু তোমার জন্যে কখনও আকাশ-পাতাল উন্মথিত করে
আমার অদম্য আকাঙ্ক্ষার কথা ঘোষণা করিনি তারস্বরে,
তোমার জন্যে উন্মত্তের মতো
পরিচিত-অপরিচিত সকলকে জানান দিয়ে কখনও বলিনি
তুমি আমার–তুমি আমারই।
অথচ আমার চেয়ে আর কে বেশী জানে
তোমাকে ছাড়া একেবারে অর্থহীন হয়ে যাবে আমার এ-জীবন।
তোমাকে চেয়েছি আমি
স্বপ্নে ও জাগরণে–সকল সময়;
তোমারই নাম জপেছি আমি
প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে
জীবনেরই প্রয়োজনে।
তোমার জন্যে
অষ্টপ্রহর আমি বাড়িয়ে রেখেছি আমার তৃষ্ণার্ত দু'হাত;
তবু তোমাকে পাইনি।
কারণ, অতীত আমাদের মাঝে বিছিয়ে রেখেছিলো
সাহারার মায়া-মরীচিকা,
বিপর্যস্ত বর্তমান বিস্তার করে রেখেছে
তরঙ্গসংক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের অনতিক্রম্য আঁধার,
আর ভবিষ্যৎ
দু'জনের মাঝখানে তুলে দিয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়-প্রাচীর।

তোমাকে ছাড়াই কাটিয়ে দিয়েছি আমি অর্ধেক জীবন;
হাহাকারে ভরা আমার বাকী অর্ধেক জীবনও, জানি,
এভাবেই কেটে যাবে তোমাকে ছাড়াই।

১২ আগস্ট ২০০৭

CamScanner

হেমন্ত সময়

আমার এখন হেমন্ত সময়।
মাথার ফসলীমাঠে রূপালী শস্যের আঘ্রাণ
শরীর সড়কের প্রতি মোহনায় জরা ও অবক্ষয়ের গান।
কিন্তু এখনও তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে
টগবগ ফোটে অবিনাশী এ-হৃদয়।

আমার এখন হেমন্ত সময়।
এখানে-সেখানে পাতা ঝরার গান, ইতস্ততঃ ছড়ানো বিষাদ
জীবনের বাঁকে বাঁকে নিঃশব্দে বাসা বোনে ক্লান্তি ও অবসাদ।
মাথার উপরে উবু হয়ে আছে ধূসর আকাশ
বাঁশিতে বিষন্ন বেহাগ তুলেছে বিবাগী বাতাস।
কিন্তু এখনও অমলিন এ-হৃদয়ে
চিরকালীন সে বসন্ত বাতাসই বয়।
এখনও নদী ও নারী আমাকে আন্দোলিত করে
প্রকৃতি ও নিসর্গ মোহন আবেশে সততঃ আবিষ্ট করে,
সমুদ্র আমাকে এখনও টানে দুর্নিবার আকর্ষণে
এখনও আমি কুসুমে-কাননে, আকাশের নীলে
প্রিয়-মুখ দেখি ফিরে ফিরে–প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
এখনও হৃদয়ে-রুধিরে শত পল্লবে ফোটে শতদল
অতৃপ্ত কামনা-বাসনার,
হেমন্ত আমার নীরবে দাঁড়িয়ে শোনে
কেবলই বসন্ত বাহার।

এখন আমার হেমন্ত সময়,
তবু সবকিছু ছাপিয়ে চারিদিকে এখনও বসন্ত বাতাসই বয়।

১৪ আগস্ট ২০০৭

CamScanner

বৈশাখ

আবার নূতন করে ডাক দিয়েছে আজ বৈতালিক বৈশাখ।
পুরনো বর্ষের যতো জরা ও জঞ্জাল জমে আছে চারপাশে
সব আজ উড়ে যাক রুদ্র বৈশাখের এই উদ্ধত বাতাসে,
পান্থজনের হৃদয়ে লেপ্টে থাকা সব ক্লান্তি ধুয়ে মুছে যাক।

ডাক দিয়েছে বৈশাখ, দৃপ্ত চেতনায় জাগো সংগ্রামী জন;
আর পিছুটান নয়, উর্ধমুখী হোক প্রিয় এ-দেশ আমার,
স্থবির বন্ধ্যার কাল কেটে যাক, দূর হোক অশুভ আঁধার,
সৃজন-আনন্দে আজ উন্মথিত হোক জীবনের প্রতি ক্ষণ।

নিদ্রার নিগড় ভেঙে মাথা তুলে ওঠো সবে গ্রামে ও নগরে,
বলো, যুদ্ধাপরাধী যে, তার কোন ঠাঁই নেই এই বাংলায়,
প্রগতির পরিপন্থী আর যতো মানবতা বিরোধী সবাই
এদেশের মাটি থেকে মুছে যাক এই নূতন দিনের ভোরে।

যতো সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ সব কিছু সুদূরে মিলাক,
দুয়ারে দাঁড়িয়ে আজ করাঘাত করে দেখো বিপ্লবী বৈশাখ।

৭ এপ্রিল ২০০৮

CamScanner

সব আলো নেভেনি এখনো

সময় এখন ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে সময়ের বৃত্তের বাইরে
জীবন সরে সরে যাচ্ছে জীবনের সুনীল উপত্যকা থেকে ।

শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্নের আকাশে এখন দুর্বিনীত ঝড়ের তাণ্ডব
সেখানে কোথাও এখন জীবনের নীল রঙ আর অবশিষ্ট নেই
আছে শুধু বিষন্নতার ধূসর গ্লানি ।
দুর্নীতি, দুর্মূল্য, দুঃশাসন–সব আজ
লেলিহান শিখা মেলে গ্রাস করে প্রত্যাশিত জীবন ও জীবিকা,
লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়
শপথের দৃপ্ত অঙ্গীকারে জ্বলজ্বলে করা তাদের চোখের জ্যোতি,
আজন্ম শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়ানো এইসব মানুষেরা
অপ্রাপ্তির বেদনা আর হতাশার জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে
আজ ন্যুব্জ–বেদনাহত ।
এক অসহায় আত্মসমর্পণে স্থবির আজ
অধিকারহীন এই মানুষগুলো ।

তবু, এখনো সব আলো নেভেনি
বন্ধ হয়নি সব দরোজা-জানালা,
চেতনার দার্ঢ্যে আর সাহসের উজ্জ্বল অঙ্গীকারে উদ্ধত সব পাহাড়
এখনো পদদলিত হয়নি হিংস্র শ্বাপদের অন্ধ আগ্রাসনে,
এখনো এখানে-ওখানে
পথ দেখানো উজ্জ্বল বাতিঘর হয়ে জেগে আছে কিছু মানুষ,
এখনো চেতনার অলিন্দে রাতজাগা পাখি শিস দেয়
জীবনের গান গায়,
এখনো জীবনের তাগিদেই 'মরিতে মরিতে' তবু বেঁচে আছে মানুষ ।

৩০ এপ্রিল ২০০৮

CamScanner

বেঁচে থাকা

কবি সমুদ্র গুপ্তকে নিবেদিত

মানুষের অভিধানে মৃত্যু বলে কিছু নেই
অনশ্বর জীবন তাই বেঁচে থাকে জীবনেরই নিয়মে।
যদিও জীবনে মৃত্যু আসে বারংবার
তবু, অবিনাশী আয়ুর অমৃতসুধা পান করে
মানুষ বারবারই জেগে ওঠে ভস্মস্তূপ থেকে
ফিনিক্স পাখির মতো।
আসলেই মানুষের মৃত্যু নেই।
অজস্র-অসংখ্য মৃত্যুতে বরং
ভালবাসার অমৃতসাগর মন্থন করে
পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে মানুষের জীবন।
মানুষ তাই নিয়ত ঘোষণা দেয় সেই চূড়ান্ত সত্য
'আমি এখনও বেঁচে আছি'।

ভালবাসার অনন্ত দ্রাঘিমায় বেঁচে থাকে জীবন
আর জীবনের সুনীল উপত্যকায় মানুষ।

৩১ মে ২০০৮

CamScanner

প্রত্যাশিত জন্ম

রাত্রির অন্ধকার গর্ভকোষ থেকে
জন্ম নেবে প্রত্যয়ী প্রাণের একটি স্বর্ণপ্রসূ ভোর।

তারই জন্যে
আসন্নপ্রসবা রাত্রির উৎকণ্ঠিত প্রহর জুড়ে
জেগে থাকে আবেগের তীব্র শিহরণ,
তারই জন্যে রাতজাগা পাখি
নিরন্তর শিস দিয়ে যায় চৈতন্যের খোলা বাতায়নে,
তারই জন্যে প্রাণের সবুজ পাতারা
তিরতির কম্পনে জাগে ভালোবাসার মোহন মুগ্ধতায়।

আঁধার তাড়ানিয়া একটি ভোর জন্ম নেবে
সব দুঃখ-ক্লিষ্টতার অবসান হবে
নৈরাশ্যের ধূসর উপত্যকায় আশার সবুজ অঙ্কুরোদ্গম হবে
প্রাণের প্রবল বন্যায় ধুয়ে-মুছে যাবে সব অশুভ-আঁধার
সৃজন-আনন্দে ভরে যাবে জীবনের উপল উপত্যকা।

রাত্রির শিয়রে তাই বিনিদ্র দাঁড়িয়ে থাকে অনন্ত নক্ষত্রবীথি।

৯ জুন ২০০৮

CamScanner

তোমাকে

তোমাকে দেখলেই
মধ্য-পঞ্চাশের এই-আমি মুহূর্তে হয়ে যাই তিরিশের উদ্ভিন্ন যুবক,
তোমাকে দেখলেই
আমার হৃদয়ের বিরান প্রান্তরে
অবিরত বইতে থাকে বসন্তের বিবাগী বাতাস,
তোমাকে দেখলেই
আমার ধূসর আকাশ, নিদাঘ দুপুর, বিবর্ণ রাত্রি
সমস্ত কিছু ভরে যায় প্রাণের সবুজ শ্যামলিমায়,
তোমাকে দেখলেই
আমার ক্ষয়িষ্ণু জীবনে
আবার নূতন করে জাগে প্রাণের নূতন উন্মাদনা,
আমার সমস্ত জীবন ভরে যায় জীবনের অপরূপ কারুকাজে।
আমি তাই
বারবার ফিরে ফিরে দেখি শুধু তোমাকেই।

৯ জুন ২০০৮

অজানা অন্ধকার

যুবতী রাত্রির অবসিত আঁচল সরিয়ে
জেগে ওঠে দূরাগত মাইকের ধাতব কণ্ঠ–'ইন্নালিল্লাহে....রাজেউন'।
একজন মানুষ তাহলে মুক্তি পেয়ে গেলো
জীবনের সকল কলুষ-কালিমা, দুঃখ-দৈন্যের মহাপ্রাকার থেকে!
উটের গ্রীবার মতো এক গোপন ঈর্ষা
অকস্মাৎ ছায়া মেলে দেয় হৃদয়ে আমার।
আমারও তখন মনে হয়
এই বুঝি ভালো সব ছেঁড়ে-ছুঁড়ে চলে যাওয়া
নিরন্তর যুধ্যমান জীবনের নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া;
মনে হয়,
কী লাভ প্রতিনিয়ত স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে
প্রতিক্ষণ যুদ্ধ করে প্রতিকূলতার বিপক্ষে,
কী হবে সুখের সমাধিতে নৈরাশ্যের স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে
কেন সারাক্ষণ এই অক্ষমতার যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়া
কেন অপ্রাপ্তির বেদনাকে তিল-তিল সঞ্চিত করে
আয়ুর পরিধিতে নির্মাণ করা বিষাদিত বেদনার নীল পিরামিড।
তাই ইচ্ছে হয়
আমিও এখনই ছুঁয়ে দিই
পরম প্রশান্তিতে ভরা সেই চূড়ান্ত সমাপ্তিরেখা,
একটিমাত্র ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিই জ্বলজ্বলে যন্ত্রণার এই প্রদীপ্ত শিখা।

কিন্তু পারি না।
পারি না কিছুতেই এক অদৃশ্য বন্ধনকে উপেক্ষা করতে।
জানি না এ কীসের প্রেম হৃদয়হীন এ-পৃথিবীর সাথে
এ-কেমন গাঁটছড়া বাঁধা অস্থির এই জীবনের সাথে।
জানি-না, আসলেই জানি না।
এভাবেই তবু বেঁচে আছি
এভাবেই তবু ধুঁকে-ধুঁকে বেঁচে থাকতেও চাই শুধু বাঁচারই তাগিদে।

২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৯

বৃক্ষ কাহিনী

ছায়া দীর্ঘতর হলে
স্মৃতিকাতরতা এসে ঢেউ তোলে হৃদয়ের জলে।
আমিও তেমনি মাঝে মাঝেই স্মৃতির কাসকেট খুলে বসি;
দেখি, আমার জীবনবৃক্ষের শাখায় শাখায়
নানা প্রজাতির রঙ-বেরঙের নানা পাখি এসে
সুমধুর কলতানে মুখরিত করেছে জীবনের কতো মধুর বসন্ত,
তারপর উড়ে গেছে নৈঃশব্দ্যের পাখনায় ভর করে
কালের বেলাভূমে চিহ্নহীন একটি চিহ্নমাত্র রেখে।
নস্টালজিয়ার কুয়াশাচাদরে আপাদমস্তক জড়িয়ে
মাঝে মাঝে তাই খুঁজে ফিরি আমি কোনো কোনো স্মৃতির পাখিকে
খোয়াইয়ের বাঁকে, নিসর্গনমিত সবুজ কোন আঙিনায়
রাসমেলায় কিংবা মাধবকুণ্ডের ধবল প্রপাতে।
কিন্তু কেবলি শূন্যতা এসে দাঁড়ায় সম্মুখে
কেবলি দীর্ঘশ্বাস বিছিয়ে দেয় তার ঘাতক কাঁটা,
আমার বসন্ত-সময় জুড়ে কেবলি গ্রস্ত চাঁদের বিষাদিত মায়া।
তবু ইচ্ছে হয় পুনরায় ফিরে যাই সেই স্বপ্নাদ্য সময়ে।
তাইতো কালের ইন্টারনেটে নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে ধরি ফেসবুকে,
এক মাতাল ব্লগারের মতো রাত্রিদিন কেবল
অনুভূতিহীন ব্লগের ধূসর ক্যানভাসে আঁকি
হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা-বাসনার বিষণ্ন কোলাজ।
আমি তাই এখনও অতন্দ্র অপেক্ষায় থাকি
হয়তো কখনো কোনো পাখি এসে আবার
সুমধুর কলতানে মুখরিত করবে
স্তব্ধতার আঙরাখায় মোড়ানো আমার জীবনের উপবন,
হয়তো নব পত্রপলবে আবার জেগে উঠবে
বিবর্ণ বৃক্ষের বিরান শরীর।

২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯

CamScanner

আমার এখন বৃষ্টিসময়

জ্যোৎস্নার ধবল প্রপাত নয়,
আমি এখন ভিজি অনুক্ষণ
কেবলই বৃষ্টির মোহন মুগ্ধতায়,
হৃদয় আর্দ্র করা তারই অশ্রান্ত জলধারায় ।
আমার এখন বৃষ্টিসময় ।

বৃষ্টির ধারাজল সিক্ত করে নিরন্তর
তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো উন্মুখ হয়ে থাকা
আমার হৃদয়ের বিরান প্রান্তর;
বৃষ্টির স্পর্শে সেখানে
জেগে ওঠে সৃজন-আনন্দ–স্বপ্ন হয় মুখর ।

আজীবন আমি শুধু
বৃষ্টির ধারাপতনের শব্দ শুনি,
রাত্রিদিন কেবল
জীবনের বালুকাবেলায় বৃষ্টিরই মানসপ্রতিমা গড়ি;
তবু অতৃপ্ত হৃদয় থাকে মৃগতৃষ্ণিকার মতোই ধু-ধু ।
আমি তাই সারাক্ষণ বৃষ্টিকেই কামনা করি ।

যক্ষের প্রেয়সী নয়,
এখন বৃষ্টি আমার শ্রাবণ-রজনী,কালবোশেখীর সকাল,
বৃষ্টি আমাতে আর আমি বৃষ্টিতে উপগত হই;
বৃষ্টি ও আমি
পরস্পর লগ্ন হয়ে মগ্ন থাকি অনন্তকাল ।
আমার এখন বৃষ্টিসময় ।

২৪ এপ্রিল ২০০৯

CamScanner

মায়াবী কণ্ঠ

আমি প্রতিদিনই খুব কাছে থেকে মৃত্যুর কণ্ঠস্বর শুনি,
শুনি তার মায়াবী আহ্বান–আয়, আয় ।
মৃত্যুর এই অনুপেক্ষণীয় মোহন মায়া
অপ্সরী-কিন্নরীর মতো তার লাবণ্যপ্রভা শরীর
ষোড়শী তন্বীর মতো কামনামদির আহ্বান,
বারবার আমাকে প্রলুব্ধ করে
শক্তিশালী ভাটার টানের মতো
টেনে নিয়ে যেতে চায় তার অতলান্ত কৃষ্ণ-গহ্বরে ।
সে আমার খুব চেনা-জানা প্রবল আকর্ষী এক রূপসী রমণী
সবসময় যে খুব কাছাকাছি থাকে এক প্রগলভা দয়িতার মতো;
তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করি, সে সাধ্য আমার নেই ।
জীবনের তরঙ্গসংক্ষুব্ধ এই উত্তাল সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে
আমি তাই প্রায়শঃই মৃত্যুর মুখোমুখি হই
ছুঁয়ে দেখি তার নরোম ননীর মতো উর্বশী-তনু;
সেও সস্নেহ পরশে বারবার ছুঁয়ে দেয় আমার এই কবোষ্ণ শরীর ।
আমি তাই প্রতি নারীসঙ্গমে অন্তত একবার মৃত্যুকে স্পর্শ করে আসি
প্রতি রাত্রিতে নিদ্রার অন্ধকারে
অন্তত একবার ঘুরে আসি মৃত্যুর প্রত্ন-প্রদেশ
প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে একবার অন্তত অনুভব করি মৃত্যুর উপস্থিতি ।
তবু, জীবনের কাছে আমুণ্ডু সমর্পিত এই-আমি
কখনোই কামনা করিনা মৃত্যুর এই কামদ আলিঙ্গন ।
আমি তাই আজো
প্রত্যাশার প্রতি পরতে পরতে প্রতিক্ষণ ছড়িয়ে চলি
জীবনের সহস্রমুখী বাসনার অপরূপ আলকেমি ।

৩১ জুলাই ২০০৯

CamScanner

অপেক্ষা

তোমাকে কখনও আমি দেখিনি ঠিক তেমন করে ।
তবু জানি,
পুরাণের সেই তিলোত্তমা, উর্বশী, ভেনাস কিংবা আফ্রোদিতে
কেমন অসহায় এসে নতজানু হয় তোমার লাবণ্যপ্রভা শরীরের সীমানায়,
পৃথিবীর কল্লোলিত সমস্ত সমুদ্রের গর্জন থেমে যায় এসে তোমার ওষ্ঠাধরে,
তোমার মোহন গ্রীবার পাশে এসে স্তব্ধ হয়ে যায় হিমাদ্রির মৌন ঐশ্বর্য;
পৃথিবীর যেখানে যত গিরি-ঝর্ণা আছে
সকল উচ্ছলতা তার হারিয়ে যায় তোমার চুলের অরণ্যে এসে,
পৃথিবীর ছোট-বড়ো যত পাহাড় ও পর্বত
সব থমকে দাঁড়ায় এসে তোমার বুকের উপত্যকায়,
সব নদী-উপনদী এসে মিলিত হয় তোমারই অনন্ত রহস্যময়ী সে নদীর মোহনায়,
সমস্ত কামনা-বাসনারা এসে নিঃশব্দে জড়ো হয় তোমার স্বপ্নের সানুদেশে;
তোমারই দু'চোখের নীলে এসে মিশে যায় আকাশের সবটুকু রঙ,
আর তোমার চোখের তারায় নাচে মহাবিশ্বের অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ ।
পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্যের সমস্ত উপমা-প্রতীক
কেবলই তোমার পিছু-পিছু ছোটে,
তোমারই হাতের তালুতে বন্দী থাকে চলমান সময়ের কালস্রোত ।

সেই তোমারই জন্যে
অনিবার্য মৃত্যুকে উপেক্ষা করে আমার এই অনন্ত অপেক্ষা ।

৩১ আগস্ট ২০০৯

CamScanner

ফেরিওয়ালা

প্রাত্যহিক জীবনের রোজনামচায় ঠাঁই পাওয়া
নানা ঘটনা বা দুর্ঘটনায় একটু-একটু করে জমতে জমতে
অনেক কষ্ট এখন জমা পড়ে আছে আমার বুকের গোপন ভল্টে।
প্রতিদিন আমি তাই আমার কষ্ট নিয়ে ফেরি করি–
কষ্ট নেবে গো কষ্ট,
লাল-নীল-হলুদ
হরেক রঙের–হরেক স্বাদের কষ্ট।
কখনো কখনো নানা উৎসবে-পার্বণে
বিশেষ ছাড় দিয়ে কমিশনে 'সেল' দিই আমার কষ্টকে।
তবু কমেনা কষ্টের পাহাড়,
পুঁজিবাদের নিয়মে কেবলই সুদের উপর সুদ আরোপিত হয়ে
নিভৃতে-গোপনে বাড়তে থাকে শুধু কষ্টের এই অনাকাঙ্ক্ষিত সম্পদ।
যতোই দিন যাচ্ছে ততোই চুপিসারে কষ্ট বাড়িয়ে নিচ্ছে তার অবৈধ দখল,
চারপাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার আগ্রাসী শেকড়।
এখন এতোই গভীরে প্রোথিত যে তার শেকড়,
বহু চেষ্টা করেও উপড়ে ফেলতে পারিনা এই পরগাছা কষ্টকে;
যতোই টানি দ্রৌপদীর শাড়ীর মতোই শুধু বেড়ে যায় তার শেকড়ের দৈর্ঘ্য।
কী করবো এখন আমি এতো কষ্ট নিয়ে?
কোথায়ইবা লুকাবো এই অবৈধ সম্পদের পাহাড়?
আমি তাই এখনও প্রতিদিন ফেরি করে ফিরি আমার কষ্টকে নিয়ে
–কষ্ট নেবে গো কষ্ট,
লাল-নীল-হলুদ
হরেক রঙের–হরেক স্বাদের কষ্ট,
কষ্ট নেবে গো কষ্ট?

১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯

এ-এক অদ্ভুত সময় এখন

এখন সবকিছু বদলে যাওয়ার সময় ।
আসলে, বদলতো সবসময়ই হয়
সময়ের সাথে–প্রকৃতির নিয়মেই ।
কিন্তু কিছু কিছু বদল যেনো একটু অন্যরকমের ।

আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি মানুষ কেবলি বদলে যাচ্ছে,
চেহারা বদল হচ্ছে–বদল হচ্ছে গায়ের রঙ ও প্রকৃতি,
চেনা মানুষের মুখের উপর স্থায়ীভাবে এঁটে যাচ্ছে
কিম্ভুতকিমাকার যতোসব রঙ-বেরঙের অচেনা মুখোশ ।
ফলে, মুখোশের আড়ালে চেনা মানুষটিকেও চেনা যাচ্ছে না আর ।
অচেনা-অজানা মানুষকেই বরং এখন আমরা
অবলীলায় বরণ করে নিই বন্ধুরূপে,
যে-ঘাতক গোপনে শানায় সুতীক্ষ্ণ তরবারি
তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরি বিশ্বাসী আলিঙ্গনে ।
এ-এক অদ্ভুত সময় এখন আমাদের ।

আমরা কেবল অবাক বিস্ময়ে দেখি,
আমাদের সংবিধান থেকে উধাও হয়ে যায় অনেক শব্দ
–বদলে যায় শব্দের অর্থ ।
বাংলা অভিধানে নূতন ব্যঞ্জনায় যুক্ত হয়
গডফাদার-সিণ্ডিকেট-ক্যাডার, এমনি নূতন-নূতন শব্দ,
আবার অনেক পুরনো শব্দেরও বদলে যায় মানে ।
এখন একটি বিচারপদ্ধতির নাম 'ক্রসফায়ার' বা 'এনকাউন্টার',
সম্মানজনক একটি পেশার নাম এখন টেণ্ডারবাজি-ছিনতাই-সন্ত্রাস,
দিনরাত্রির মতোই স্বাভাবিক একটি ঘটনার নাম লোডশেডিং বা দুর্ঘটনা ।
ক্ষমতার মসনদে বসলেই এখন সবজান্তা হয়ে যায় মানুষ
বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানভাণ্ডার তখন লুটোপুটি খায় তার ঠোঁটের আগায়,
তখন তারা যা বলে সবই বাণী হয়ে যায় ।
এখন আমাদের সবচেয়ে বড়ো গুণ হলো তোষামোদ বা চাটুকারিতা,
আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ এখন কারো নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি,
প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সমবেত করতালি দিয়ে অভিনন্দনের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়া,
প্রশংসার অকালবর্ষণে যে-কাউকে দেবতা বানানো;
অথবা, সবসময় নিজে-নিজেই বাজানো আমিত্বের ক্লিন্ন ক্যানেস্তারা ।
আর এ-সব কিছুকেই আমরা মেনে নিই নির্বিবাদে
সবকিছুকেই গ্রহণ করি কেবলই এক আনন্দিত অভিজ্ঞানে ।
আসলে, এ-এক অদ্ভুত সময় এখন আমাদের ।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯

কবিতার ইশকুল

কবিতার ইশকুলে নাম লিখিয়েছিলাম
–সে অনেকদিন হলো।
ইতোমধ্যে খোয়াই-সুরমা-কুশিয়ারায় গড়িয়ে গেছে অনেক পানি;
পাতা ঝরেছে–গজিয়েছে নূতন কুঁড়ি
তাও অনেকবার হলো।
মেধাবী নই আমি
শ্রেণীকক্ষেও খুব নিয়মিত ছিলাম না
তাই শিক্ষক বা সহপাঠীদের নজর তেমন কাড়তে পারিনি কখনো।
তারপরও মাঝেমধ্যে হাজিরা দিয়েছি ক্লাশে
নিয়মিত ফিস-টিস দিয়ে গেছি
ফলে তালিকা থেকে নাম কাটা পড়েনি আজ-অবধি।
কিন্তু এখন মনে হয়
আমার নামটি কবিদের তালিকা থেকে খারিজ করাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত।
কারণ, এখন কবিতার ভাষা আমি আর বুঝি না
কবিতা ক্রমশঃ আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে
ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে কবিতার শরীরী ভাষা
দু'জনের মাঝখানে অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন
এখন ক্রমশঃ দীর্ঘ ও ঘন-তমসাবৃত হয়ে উঠছে।
একদিন তার যে অনাবৃত শরীর
আমাকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়েছিলো কাছে,
আজ তা অনচ্ছ আঁধারে ঢাকা।
অতএব কবিতার ইশকুল থেকে
নাম কেটে দেয়ার আবেদন আমি জানাতেই পারি।
কিন্তু সমস্যা হলো
অনেক চেষ্টা করেও
কবিতার ইশকুলে হাজিরা দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারছিনা কোনক্রমে।
এখনও চেতনে-অবচেতনে হানা দেয় এসে কবিতার ছায়া
দুর্বোধ্য হলেও এখনও তার শরীরী ভাষা আমাকে সবচেয়ে বেশী টানে।
আমি তাই বুঝে উঠতে পারি না
কী করবো আমি?
কী করেইবা আমার জীবন থেকে কবিতাকে খারিজ করে দেবো এই-আমি
যে-আমি আমুণ্ডু সমর্পিত কবিতারই কাছে।

CamScanner

ঘাস

ঘাস প্রকাশন

এ কে শেরাম ১৯৫৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি (১৫ ফাল্গুন ১৩৫৯) হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন ১নং গাজিপুর ইউনিয়নের গোবরখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নবকিশোর সিংহ ও মাতা থাম্বাল দেবী। তিনি বর্তমানে ৩৫/বি কলকাকলী, লালাদিঘীর পূর্বপার, সিলেট-৩১০০-এ স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

এ কে শেরাম সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য 'সোনামনি মেমোরিয়েল এওয়ার্ড' (সিলেট, ১৯৯৪); 'শেকড়ের সন্ধানে এওয়ার্ড' (সিলেট, ১৯৯৯) ও 'য়েংখোম কমল মেমোরিয়েল এওয়ার্ড' (শিলচর-ভারত, ২০০৩)সহ বিভিন্ন সম্মাননা লাভ করেন।

CamScanner

Preme-Opreme Achhi, Achhi Druhi Chetonai | A K Sheram
Published | Nazmul Haque Nazu
Ghas Prakashan, Sylhet
Cover Design | Sheram Chingkhei
Price ৳ 150 $ 2 £ 2